NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২ বেসরকারি বাসে কিউআর কোডে ভাড়া আদায়, খুশি যাত্রী ও কন্ডাক্টররা
'মমতার প্ররোচনায় রীতি নকল, শাস্তি সেবায়েতকে', তোপ শুভেন্দুর ২

কলকাতা ১২ মে ২০২৫ ২৮ বৈশাখ, ১৪৩২ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩২৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 12.05.2025, Vol.18, Issue No. 329, 8 Pages, Price 3.00

শতাধিক জঙ্গি সহ ধ্বংস ন'টি ঘাঁটি, জানাল সেনা

অপারেশন সিঁদুর এখনও চলছে, পোস্ট বায়ুসেনার

নয়াদিল্লি, ১১ মে: জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংসই ছিল লক্ষ্য সেনার। এয়ার মার্শাল ভারতী জানান, এই অভিযানে জঙ্গিঘাঁটিগুলি ধ্বংস করা বাহিনীর লক্ষ্য ছিল এবং সেই লক্ষ্যে সাফল্য এসেছে। তিনি জানান, এর ফল গোটা বিশ্ব দেখতে পাবে।

ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের আবহে ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠকে জানান ডিজিএমও ঘাই। ডিজিএমও লেফটেন্যান্ট জেনারেল ঘাই জানান, শনিবার দুপুর ৩টে ৩৫ মিনিটে পাকিস্তানের ডিজিএমও-র সঙ্গে তাঁর কথা হয়। ওই আলোচনায় উভয় পক্ষই শনিবার বিকেল ৫টা থেকে সংঘর্ষবিরতিতে সম্মত হয়।

ঘাই জানান, পাকিস্তানের ডিজিএমও-ই এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আগামী ১২ মে দুপুর ১২টায় এই নিয়ে আরও আলোচনার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু হতাশাজনক এবং প্রত্যাশিত ভাবেই পাকিস্তানি বাহিনী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করে। গত রাত থেকে রবিবার ভোর পর্যন্ত ড্রোন হানার চেষ্টা হয়েছে। তার জবাবও দেওয়া হয়েছে। ঘাই জানান, রবিবার পাকিস্তানি ডিজিএমওকে হটলাইনে বার্তা পাঠানো হয়েছে। ১০ মের সমঝোতা লঙ্ঘন করার বিষয়টি জানানো হয়েছে। রবিবার রাতে বা তারপরে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে সেনা কমান্ডারদের তা প্রতিহত করতে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বলেও জানান ঘাই।

ভারতের সামরিক বাহিনীর তরফে সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়, পাকিস্তানি সেনা বা সীমান্তের ও পারের বাসিন্দাদের সঙ্গে ভারতের কোনও লড়াই নেই। ভারতের লড়াই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। যে জঙ্গিদের নিধনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তাদের হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু এর পরেও পাকিস্তানের তরফে হামলা করা হয়েছে। সেই কারণেই ভারতকে জবাব দিতে হয়েছে।

সাংবাদিক বৈঠকে এয়ার মার্শাল ভারতী জানান, জবাবি হামলায় পাকিস্তানের বেশ কিছু সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালায় ভারতীয় বাহিনী। এর মধ্যে রয়েছে চাকলালা, রফিকি-সহ বেশ কিছু অঞ্চল রয়েছে। পাকিস্তানকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, আগ্রাসী মনোভাবকে কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। এয়ার মার্শাল জানান, এই ঘাঁটিগুলিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল ভারতের। কিন্তু ভারত নিয়ন্ত্রিত এবং পরিমিত জবাব দিয়েছে। ৭-১০ মের মধ্যে ভারতীয় সেনার জবাবি হামলায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রায় ৩৫-৪০ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। সাংবাদিক বৈঠকে জানান ডিজিএমও ঘাই।

ডিজিএমও লেফটেন্যান্ট জেনারেল ঘাই জানান, ৯-১০ মে'র রাতে ভারতীয় আকাশসীমার অভ্যন্তরে ড্রোন এবং বিমান প্রবেশ করিয়েছিল পাকিস্তান। তারা বেশ কিছু সামরিক ঘাঁটিতে হামলার চেষ্টা করে কিন্তু সেগুলির মধ্যে বেশিরভাগই প্রতিহত করা হয়েছে। কিছু আছড়ে পড়লেও সেগুলিতে বড় ক্ষতি এড়ানো গিয়েছে।

বায়ুসেনার এয়ার মার্শাল একে ভারতী সাংবাদিক বৈঠকে বহাওয়ালপুরে জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংসের দৃশ্য তুলে ধরেন। এর পাশাপাশি মুরিদকের জঙ্গিঘাঁটিতে হামলা পরবর্তী দৃশ্যও প্রকাশ করা হয় সাংবাদিক বৈঠকে। ডিজিএমও লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাই জানান, পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণরেখা লঙ্ঘন করে বেশ কিছু জনবহুল গ্রাম এবং গুরুদ্বারের মতো ধর্মীয় স্থানে আঘাত করার চেষ্টা করে।

ডিজিএমও লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাই জানান, ৯টি জঙ্গিঘাঁটিতে হামলায় ১০০-র বেশি জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে ইউসুফ আজহার, আবদুল মালিক রাউফ এবং মুদস্সর আহমেদ। নিহত জঙ্গিদের মধ্যে আইসি ৮১৪ অপহরণ এবং পুলওয়ামা হামলায় জড়িত জঙ্গিও রয়েছে।

তিন বাহিনীর সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়, 'অপারেশন সিঁদুর' পরিকল্পনার মূল সামরিক লক্ষ্যই ছিল সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে যুক্ত অপরাধী এবং পরিকল্পনাকারীদের শাস্তি দেওয়া এবং জঙ্গিঘাঁটিগুলিকে ধ্বংস করা। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সোমবারের বৈঠকে কী নিয়ে আলোচনা হবে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে তা নিয়ে কৌতূহল বৃদ্ধি পেয়েছে সাধারণ মানুষের মনে। যদিও সরকারি ভাবে ভারতের তরফে এখনও পর্যন্ত বৈঠকের সম্ভাব্য আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কোনও বক্তব্য প্রকাশ্যে আসেনি। এই অবস্থায় রবিবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠকে বসছেন ভারতের সামরিক বাহিনীর ডিজিএমও স্তরের আধিকারিকেরা।

রবিবার এক্স হ্যান্ডলে ভারতীয় বায়ুসেনা লিখেছে, 'অপারেশন সিঁদুরে নিজের দায়িত্ব সফল ভাবে পালন করেছে ভারতীয় বায়ুসেনা। দেশের স্বার্থে নিখুঁত ভাবে, পেশাদারিত্বের সঙ্গে সেই কাজ করেছে তারা। সতর্কতা এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে সেই অভিযান করা হয়েছে।' তার পরেই বায়ুসেনা জানিয়েছে, এই অভিযান এখনও চলছে। সেই নিয়ে দেশবাসীকে সময়মতো জানানো হবে। পোস্টে ভারতীয় বায়ুসেনা লিখেছে, 'এই অভিযান চলছে। সময়মতো সেই বিষয়ে তথ্য দেওয়া হবে। জল্পনা এবং ভুয়ো তথ্যে কান না দেওয়ার জন্য সকলকে অনুরোধ করছে আইএএফ।'

সোমবার ভারত-পাক আলোচনাতেও কাশ্মীর সমস্যার প্রসঙ্গ তুলে ধরতে পারে পাকিস্তান। পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ জানিয়েছেন, মূলত তিনটি বিষয় নিয়ে ভারতের সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারেন পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা। সেখানে সিন্ধু জলচুক্তি এবং সন্ত্রাসবাদ দমনের প্রসঙ্গের পাশাপাশি কাশ্মীর সমস্যা নিয়েও আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে বলে দাবি পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর।

ভারত-পাক ডিজিএমও স্তরের আলোচনার আগে ফের কাশ্মীর প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছে পাকিস্তান। পাক বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, 'জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্যার যে কোনও ন্যায্য এবং স্থায়ী নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অবশ্যই কাশ্মীরি জনতার নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারকে নিশ্চিত করতে হবে।' ঘটনাচক্রে, সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি কাশ্মীর সমস্যা মেটাতে আগ্রহী।

সংঘাত আবহে আজ ভারত-পাক বৈঠক

আগের দিন জয়শঙ্কর, ডোভালের সঙ্গে আলোচনা প্রধানমন্ত্রী মোদির

নয়াদিল্লি, ১১ মে: ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতিকে স্বাগত জানিয়ে রবিবার ফের সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তারপর রবিবার পাক বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, 'জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্যার যে কোনও ন্যায্য এবং স্থায়ী নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অবশ্যই কাশ্মীরি জনতার নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারকে নিশ্চিত করতে হবে।' ট্রাম্পের বিবৃতিকে স্বাগত জানিয়েছে ইসলামাবাদ।

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, 'অপারেশন সিঁদুর'-এ পাকিস্তানের দিকে ছোড়া হয় ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র। বলেন, 'ব্রহ্মসের শক্তি কতটা, তা 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময়ই স্পষ্ট হয়েছে। যদি কেউ সেটা বুঝতে না পারেন, তবে অবশ্যই এই ক্ষেপণাস্ত্রের প্রভাব সম্পর্কে পাকিস্তানকে জিজ্ঞাসা করতে পারে।' ব্রহ্মসের ব্যবহার নিয়ে অবশ্য ভারতীয় সেনা কিছু জানায়নি।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং রবিবার একটি অনুষ্ঠান থেকে বলেন, 'পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যোগ্য জবাব 'অপারেশন সিঁদুর'। যারা সিঁদুর মুছে দিয়েছিল, তারা সাজা পেয়েছে।' সংঘর্ষবিরতি হলেও 'অপারেশন সিঁদুর' এখনও চলছে, রবিবার তা স্পষ্ট করল ভারতীয় বায়ুসেনা। কারণ এই অভিযান আসলে সন্ত্রাসবাদের

বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। ভারতীয় সেনার অভিযান 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে সংসদে একটি বিশেষ অধিবেশনের আবেদন জানিয়েছেন তিনি। দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে যে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক চলছিল, তা শেষ হয়েছে। অজিত ডোভাল, অনিল চৌহান, এস জয়শঙ্কর ছিলেন ওই বৈঠকে। ছিলেন স্থল, নৌ এবং বায়ু সেনার প্রধানেরাও।

ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতির পর নতুন করে রবিবার সকালে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি জানিয়েছেন, দুই দেশ পরিস্থিতি বুঝে যে ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে তিনি গর্বিত। আমেরিকা এই সমঝোতায় সাহায্য করতে পেরে গর্বিত। দুই দেশের সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধি করার বার্তা দিয়েছেন ট্রাম্প। কাশ্মীর সমস্যা নিয়েও আলোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন।

পঞ্জাবের ফেরোজপুর, পঠানকোট, জম্মু-কাশ্মীরের পুঞ্চ, অখনৌর, উরি, রজৌরিতে রবিবার সকাল থেকে শান্ত পরিস্থিতি রয়েছে। রাতভর কোনও গোলাগুলির শব্দ পাওয়া যায়নি। রবিবার সকাল পর্যন্ত অমৃতসরে লাল সতর্কতা জারি ছিল। ৯টার পর স্থানীয় প্রশাসন ঘোষণা করেছে, লাল সতর্কতা তুলে নেওয়া হচ্ছে। সাধারণ মানুষ ইচ্ছামতো বাড়ির বাইরে বেরতে পারবেন। পশ্চিম সীমান্তবর্তী সব রাজ্যেই এখনও সতর্কতা জারি আছে। পঞ্জাবের অমৃতসরে জারি রয়েছে লাল সতর্কতা। সাধারণ মানুষকে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বেরোতে নিষেধ করা হয়েছে। নতুন করে আর গোলাবর্ষণ বা বিস্ফোরণ হয়নি জম্মু-কাশ্মীরে। আন্তর্জাতিক সীমান্ত এবং নিয়ন্ত্রণরেখা মোটের ওপর শান্ত ছিল ১০-১১ তারিখের মধ্যবর্তী রাতে।

সিঁদুর অপারেশন নয়, একটি সংকল্প: রাজনাথ

লখনউ, ১১ মে: সিঁদুর কোনও অপারেশন নয়, এটি একটি সংকল্প। রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই বললেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। পাশাপাশি তিনি জানান, ভারত কোনও সাধারণ পাক নাগরিককে আক্রমণ করেনি। ভারতের লড়াই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে।

ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের আবহে রবিবার ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্রের নতুন উৎপাদন কেন্দ্রের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন রাজনাথ। সেখানে

তিনি বলেন, 'ভারতবিরোধী সন্ত্রাসবাদী সংগঠন, যারা মহিলাদের কপালের সিঁদুর মুছে দিয়েছে, তাদের জবাব দিতেই অপারেশন সিঁদুর শুরু করে ভারতীয় সেনা। তাই সিঁদুর নিছক কোনও অপারেশন নয়। এটি একটি সংকল্প।' এরপরই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে রাজনাথ বলেন, 'ভারতীয় সেনার গর্জন রাওয়ালপিন্ডিতে পাক সেনার সদরদপ্তর পর্যন্ত শোনা গিয়েছে। কিন্তু আমরা পাকিস্তানের কোনও নাগরিককে আক্রমণ করিনি। পাকিস্তান নিরীহ ভারতীয় নাগরিকদের আক্রমণের পাশাপাশি বহু মন্দির, গুরুদ্বার এবং গির্জাগুলিতে হামলা চালিয়েছে।'

সংঘাত 'নাটকীয় মোড়' নিতে পারে!

গোয়েন্দা তথ্যে মোদিকে ফোন আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্টের

নয়াদিল্লি, ১১ মে: ভারত-পাকিস্তান সংঘাত 'নাটকীয় মোড়' নিতে পারে! শুক্রবার সকালে (আমেরিকার সময়) গোয়েন্দা সূত্রে এমনই তথ্য এসেছিল আমেরিকার হাতে। সে কথা আমেরিকার সংবাদমাধ্যম সিএনএন-এর কাছে দাবি করেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, তারপরেই নড়েচড়ে বসেন আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। ওই সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, তিনি ট্রাম্পকে সেই রিপোর্টের বিষয়ে জানান। তারপরে ফোন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। সেই রিপোর্টের প্রসঙ্গ তুলে মোদিকে যুদ্ধবিরতি নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার অনুরোধ জানান। শনিবার বিকেলে যুদ্ধবিরতির ডাক দেয় ভারত এবং পাকিস্তান। গোয়েন্দারা ঠিক কী রিপোর্ট দিয়েছিলেন, তা অবশ্য স্পষ্ট করে জানায়নি প্রশাসন। তাদের একটি সূত্রের দাবি, বিষয়টি যথেষ্ট সংবেদনশীল বলেই তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

বৃহস্পতিবার এই ভান্সই জানিয়েছিলেন, ভারত-পাকিস্তানের সংঘাতে তিনি 'নাক গলাবেন না'। একদিন পরে কী এমন ঘটল যে, সেই তিনিই প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ফোন করে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হওয়ার জন্য রাজি করান, সেই প্রশ্নই উঠছে। আমেরিকার প্রশাসনের একটি অংশ সিএনএনকে জানিয়েছে, ভারত-পাকিস্তানের সংঘাতের ওপর কড়া নজর রাখছিলেন ভান্স, আমেরিকার বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়ো, হোয়াইট হাউস চিফ অফ স্টাফ সুসি উইলিস। এই অবস্থায় শুক্রবার সকালে তাঁদের হাতে গোয়েন্দাদের একটি রিপোর্ট এসে

পড়েছিল বলে সিএনএনের কাছে দাবি করেন প্রশাসনের আধিকারিক। রিপোর্টে কী রয়েছে, তা প্রকাশ করা হয়নি।

সূত্রের খবর, ওই পরিস্থিতিতে আমেরিকার যে আরও বেশি করে মধ্যস্থতা করা প্রয়োজন, এই নিয়েই আলোচনা শুরু হয় ভান্স, রুবিয়ো, সুসির মধ্যে। তার পরেই তাঁদের পরিকল্পনার বিষয়ে ট্রাম্পকে জানান ভান্স। সূত্রের দাবি, শুক্রবার দুপুরে ভান্স ফোন করেন মোদীকে। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাত আরও 'নাটকীয় মোড়' নিতে পারে বলে তিনি জানান মোদিকে। সপ্তাহান্তে বৃদ্ধি পেতে পারে সংঘাতের তীব্রতা। মার্কিন প্রশাসনের আধিকারিকের দাবি, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি নিয়ে কথা বলার জন্য মোদিকে 'প্রণোদিত' করেন ভান্স। সূত্রের খবর, এই বিষয়ে ভান্সের ওপরেই বেশি ভরসা করেছিলেন ট্রাম্প। কারণ, গত মাসেই ভারতে এসে মোদির সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন ভান্স। ট্রাম্পের মনে হয়েছিল সেই সম্পর্ক কাজে আসতে পারে।

আমেরিকার প্রশাসনের ওই আধিকারিক সিএনএনের কাছে দাবি করে জানান, ওই সময়ে আমেরিকার মনে হয়েছিল পরমাণু শক্তিধর দুই প্রতিবেশী দেশকে আলোচনার টেবিলে বসানো প্রয়োজন। পাকিস্তানও যে এই বিষয়ে 'নমনীয়' হয়ে যাবে, মোদিকে সেই কথাও জানিয়েছিলেন ভান্স। সিএনএনকে এমনটাই জানিয়েছেন মার্কিন প্রশাসনের ওই আধিকারিক। রুবিয়ো-সহ মার্কিন বিদেশ দপ্তরের শীর্ষকর্তারা এর পরে ভারত এবং পাকিস্তানের সঙ্গে কথা বলেন। এর আগে মঙ্গলবারও নয়াদিল্লি এবং ইসলামাবাদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন রুবিও। তবে সে সময় সংঘর্ষবিরতি নিয়ে সিদ্ধান্ত তাদের উপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি। সেই নিয়ে বেশি চাপাচাপি করেননি। শুক্রবার আমেরিকা অনেক বেশি সক্রিয়তা দেখায় বলে খবর। যদিও ওই আধিকারিক দাবি করেছেন, দুই দেশের যুদ্ধবিরতি নিয়ে চুক্তির বিষয়ে নাক গলায়নি আমেরিকা। চুক্তির খসড়া কী হতে পারে, সে বিষয়েও কোনও মতামত দেয়নি।

চার দিনের টানা সংঘাতের পর অবশেষে যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছে ভারত এবং পাকিস্তান। শনিবার বিকেল ৫টা থেকে শুরু হয়েছে সংঘর্ষবিরতি। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিকেলে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে সে কথা প্রথম জানান। তার পর ভারতের বিদেশ মন্ত্রকও বিবৃতি দিয়ে সংঘর্ষবিরতির কথা ঘোষণা করে। দুই দেশের এই বোঝাপড়ায় আমেরিকা-সহ একাধিক দেশের হাত ছিল বলে খবর। তবে প্রথম ঘোষণা করে সংঘর্ষবিরতির অধিকাংশ কৃতিত্বই নিয়ে নেন ট্রাম্প। রাতে অবশ্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আবার চুক্তির শর্ত লঙ্ঘনের অভিযোগ করে ভারত। জম্মু-কাশ্মীর-সহ সীমান্তবর্তী একাধিক এলাকায় গোলাবর্ষণ করে পাক সেনা।

ফের কাশ্মীর-চাল শাহবাজের, মধ্যস্থতার বার্তা আমেরিকারও

নয়াদিল্লি, ১১ মে: আমেরিকার মধ্যস্থতায় সংঘর্ষবিরতির পরে সোমবার আলোচনায় বসছে ভারত এবং পাকিস্তান। তার আগে রবিবার ফের কাশ্মীর প্রসঙ্গকে হাতিয়ার করার চেষ্টা শুরু করেছে ইসলামাবাদ। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স অনুসারে, পাক বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, 'জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্যার যে কোনও ন্যায্য এবং স্থায়ী নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অবশ্যই কাশ্মীরি জনতার নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারকে নিশ্চিত করতে হবে।' বস্তুত, ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতিকে স্বাগত জানিয়ে রবিবার ফের সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেখানে তিনিও কাশ্মীর সমস্যা মেটাতে নিজের আগ্রহের কথা জানিয়েছেন।

তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, ট্রাম্পের ওই মন্তব্যের পরই পাক বিদেশ মন্ত্রকও কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানাল। কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে আগ্রহ প্রকাশ করে ট্রাম্পের বিবৃতিকেও স্বাগত জানিয়েছে ইসলামাবাদ। শান্তি ফেরানোর জন্য মার্কিন প্রশাসনের যে কোনও উদ্যোগকে তারা সমর্থন করবে বলে জানিয়েছে। পাক বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে সংঘর্ষবিরতির জন্য আমেরিকা এবং অন্য 'বন্ধু রাষ্ট্র'গুলির গঠনমূলক ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়। বিবৃতিতে ইসলামাবাদের দাবি, উত্তেজনা প্রশমন এবং আঞ্চলিক স্থিতাবস্থার জন্য একটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

সোমবার ভারত-পাক আলোচনাতেও কাশ্মীর সমস্যার প্রসঙ্গ তুলে ধরতে পারে পাকিস্তান। পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ জানিয়েছেন, মূলত তিনটি বিষয় নিয়ে ভারতের সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারেন পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা। সেখানে সিন্ধু জলচুক্তি এবং সন্ত্রাসবাদ দমনের প্রসঙ্গের পাশাপাশি কাশ্মীর সমস্যা নিয়েও আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে বলে দাবি পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর।

পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলায় পাকিস্তান যোগের অভিযোগ তুলেছে ভারত। বস্তুত, জঙ্গিহানায় বেসামরিক নাগরিকদের মৃত্যুর দিক থেকে ২৬/১১ জঙ্গিহানার পরেই রয়েছে পহেলগাঁও কাণ্ড। যদিও পাকিস্তানের দাবি, পহেলগাঁও কাণ্ডে তাদের কোনও যোগ নেই। এই চাপানউতরের মাঝেই গত মঙ্গলবার রাতে শুরু হয় 'অপারেশন সিঁদুর'। পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বেশ কিছু অঞ্চলে হামলা চালায় ভারত। নির্দিষ্ট ভাবে জঙ্গিঘাঁটিগুলিকে চিহ্নিত করতেই হামলা চালানো হয়েছে বলে জানায় ভারত। পাল্টা ভারতীয় ভূখণ্ড লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা এবং গোলাবর্ষণ শুরু করে পাকিস্তানও, যদিও তার বেশির ভাগই প্রতিহত করেছে ভারতীয় সেনা। প্রায় চার দিন ধরে চলা ভারত-পাক সংঘাতের আবহে শনিবার বিকেলে সংঘর্ষবিরতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

NOTICE

This is to inform that, my client 1). **ROSHAN ALI KHAN @ Usman Ali Khan** S/o Late Based Ali Khan 2). Shahnwaz Ali Khan, Riyasad Ali Khan, Altaf Ali Khan, Samshad Ali Khan S/o Late Naushad Ali Khan 3). Sultana Begum W/o Jamsed Ali, 4). Sahana Begum W/o Ansar Beg 5). Rehena Khatun W/o Ayub Ali Khan residing at Panchberia, P.O.- Inda, P.S.- KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721305 executed General Power of Attorney in respect of 4.25 Dec. property, vide Deed No IV-211on 23/06/2015 & vide Deed No IV-132 on 07/08/2015 at Kharagpur A.D.S.R in favour of 1). **K.R. Srinivas** S/o Late K.R. Nair, 2). **Kamal Prasad Ojha** S/o Dhurjhati Prasad Ojha in respect of 4.25 Dec. property, R.S. Plot No. 2416 & L.R. Plot No. 8358, 8359, 8361 Khatian No. 336, 978 L.R., J.L. No. 232, Mouza- Inda, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur. Then said attorney are sold out approx 4.25 Dec. area of the said property to **A Swathi** W/o **Aligi Venugopal Rao** R/o Dewanmaro, P.O. : Nimpura, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721 304, through the Deed No. I-4966/2016 on 12/07/2016 at Kharagpur A.D.S.R.

That, if any person have any objection, then he/ she may communicate with me within 30 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

NOTICE

This is to inform that, my client 1). **ROSHAN ALI KHAN @ Usman Ali Khan** S/o Late Based Ali Khan 2). Shahnwaz Ali Khan, Riyasad Ali Khan, Altaf Ali Khan, Samshad Ali Khan S/o Late Naushad Ali Khan 3). Sultana Begum W/o Jamsed Ali, 4). Sahana Begum W/o Ansar Beg 5). Rehena Khatun W/o Ayub Ali Khan residing at Panchberia, P.O.- Inda, P.S.- KGP (T), Dist.- Paschim Medinipur, WB-721305 executed General Power of Attorney in respect of 4.25 Dec. property, vide Deed No IV-211on 23/06/2015 & vide Deed No IV-132 on 07/08/2015 at Kharagpur A.D. S.R in favour of 1). K.R. Srinivas S/o Late K.R. Nair, 2). Kamal Prasad Ojha S/o Dhurjhati Prasad Ojha in respect of 4.25 Dec. property, R.S. Plot No. 2416 & LR Plot No. 8358, 8359, 8361 Khatian No. 336, 978 L.R., J.L. No. 232, Mouza- Inda, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur. Then said attorney are sold out approx 4.25 Dec. area of the said property to **Aligi Venugopal Rao** S/o Late A Babuloo R/o Dewanmaro, P.O. : Nimpura, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-72130 4, through the Deed No. I-4973/ 2016 on 12/07/2016 at Kharagpur A.D.S.R.. That, if any person have any objection, then he/ she may communicate with me within 30 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

NOTICE

This is to inform that, my client 1). Sk. Abdul Wahed @ Almas 2). Sk Abdul Wazed @ Akkas 3). Sk. Abdul Mazed @ Md. Asfak S/o Sk. Abdul Salam @ Abdus Salam 4). Najmur Rasul, 5). Obaidur Rasul 6). Mahibur Rasul S/o Sk. Abdul Rasul @ Sk. Abdur Rasul residing at Mirza Mohalla, P.O.- Medinipur, P.S.- Kotawali, Dist- Paschim Medinipur, WB executed General Power of Attorney in respect of 70 Dec. property, vide Deed No IV- 21/86 on 17/01/1986 at Medinipur Dist. Sub. Reg.-II in favour of Obaidur Rasul S/o Sk. Abdul Rasul @ Sk. Abdur Rasul in respect of 70 Dec. property, R.S. & LR Plot No. 108, Khatian No. 50 (RS), 32 L.R., J.L. No. 59, Mouza- Bagbandi, P.S. KGP (L), Dist- Paschim Medinipur. Then said attorney are sold out approx 25 Dec. (10 + 15 Dec.) area of the said property to **Mousumi Bhuniya** W/o **Amal Kumar Bhuniya** R/o Shobhapur, P.O. : Pratapur, P.S. KGP (L), Dist- Paschim Medinipur, WB-721 301, through the Deed No. I-8303/24 on 28/11/24, 7575 Dt. 30/07/24 at Medinipur Dist. Sub. Reg.-II.

That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within 30 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১২ই মে, ২৮শে বৈশাখ সোম বার। শ্রী বুদ্ধ পূর্ণিমা তিথি, রাত ৯/১৯ পর্যন্ত। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরীয় বুধের ও বিংশোত্তরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অতীতের কোন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। দেবদেবীর ঐশ্বরিক কৃপা পাওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। যারা সেলস পারসন, তাদের নতুন যোগাযোগ বৃদ্ধি। স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করেন যারা, তাদের শুভ যোগ। জমি বাড়ি বাস্তুতে শুভ। গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, এক মনে দেবাদিদেব মহাদেবের ছবি কল্পনা করুন, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : একরাশ দুশ্চিন্তা থাকবে। যে বান্ধব আজ আপনার পাশে দাঁড়াবে বলেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন না। সকালে পরিবারে বাজার করা। দোকান করা। এইসব নিয়ে ছোট ছোট বিতর্ক বড় তর্কের আকার ধারণ করবে। প্রেমে অশান্তিদায়ক অবস্থান। ছাত্র-ছাত্রীদের অশুভদায়ক। সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে, ভগবান শিবের ধ্যান করুন নিশ্চয়ই ভালো হবে।

মিথুন রাশি : দুপুর বারোটা পর্যন্ত শুভ। তারপরে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল। প্রেমের বিষয়ে কোনো গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। যা নিয়ে পরে, কলহ বিবাদ বৃদ্ধি হবে। সেল্স রিপ্রেসেন্টেটিভ যারা, তাদের যোগাযোগে বাধা। রেল বা পোস্ট অফিস সংক্রান্ত বিভাগে যারা চাকরি করেন, তাদের বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সতর্ক থাকা ভালো। গৃহ মন্দিরে কপূর আরতি করুন মা কালীর ছবিতে। শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্দিরে দান প্রদানে শুভ। পুরাতন বান্ধব বাড়িতে আসার সম্ভাবনা। আপনার কোন নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথা। দোকান বাণিজ্য যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তি। ম্যানুফ্যাকচারিং বাণিজ্য যারা করেন, তাদের নতুন যোগাযোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমে ও শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, আগামী তে ভোগ দান করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে। আজ, ১১ টি প্রদীপ জ্বালুন গৃহ মন্দিরে।

সিংহ রাশি : বহুদিনের কোনো ভাবনা, আজ শুভ হয়ে ব্যবসা বৃদ্ধির সহায়তা করবে। পরিচিত যে জন আপনাকে ব্যবসায় সহযোগিতা করবে বলেছিলেন, তিনি আজ আসছেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি। গৃহ মন্দিরে প্রদীপ জ্বালুন। কোপূর দিয়ে আরতী করুন মহাকালীর শক্তিকে পুজো করুন শুভ হবে। আগামী অমাবস্যা তে আপনার পছন্দের একটি ভোগ, গৃহ মন্দিরে নিবেদন করুন। শুভ হবে।

কন্যা রাশি : পরিবারে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। ভুল বোঝাবুঝির দ্বারা নিজ সম্মান খুন্ন হবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা, অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। আজ গৃহতে প্রদীপ জালুন কপূর জালুন, নিশ্চিত শুভ হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা ছিল তা একটু বাধা পড়বে। যারা লেখালেখি করেন, তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর অশুভ নজর থাকবে।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ের কথা পাকা হতে পারে। কর্মে নতুন উদ্যোগ ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। যে প্রতিবেশীকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি পালন করার জন্য, সৌভাগ্যবৃদ্ধি হবে। বান্ধব যোগ শুভ।। আপনার পছন্দের ভোগ দিয়ে মহাকালীর সামনে নিবেদন করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকবে। প্রেমিক যুগল সফলতা পাবেন, তবে অতি ব্যয় থেকে সতর্ক থাকা ভালো। যারা উচ্চবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে।কর্মের অনুসন্ধান যারা করছেন তারা আগামী প্রতি অমাবস্যা তে যোগে কালিকা পুজো মায়ের চরণে ভোগ নিবেদন করুন।

ধনু রাশি : প্রতিবেশীর দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ বিশেষত যারা টেকনিক্যাল এবং মেকানিক্যাল কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। আজ বাণিজ্যে অর্থ লগ্নি করতে পারেন। বাণিজ্য প্রসারে বিজ্ঞাপন বাবদ বা বিশেষ কোন খাতে লগ্নি করতে পারেন। বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। তবে ব্যয় বেশি হবে। প্রতি অমাবস্যা তে মহাকালির সামনে ভোগ নিবেদন করুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে তাতে ছোট ঘটনা কে, কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। নিজেকে সংশোধন করলে শুভ হবে। ধৈর্য রাখা, মাথা ঠান্ডা রাখা, অন্যের কথা বেশি শোনা, তাহলে শান্তির বাতাবরণ। প্রতি অমাবস্যা তিথি তে মহাকালী র সামনে ভোগ নিবেদন করুন, মহাকালী দেবী আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবেন।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ভুল বোঝাবুঝি। বিতর্ক তৈরি হবে। দেবী মহাকালীর পুজো, গোটা নারিকেল দান। পঞ্চ প্রদীপ আরতী করুন। কপূর আরতি করুন। মহাদেবের সামনে। ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক থাকতে হবে যে কোন সময় মনে নৈরাশ্য হতাশা হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা।

মীন রাশি : আজ পুরাতন বান্ধব ও বান্ধবীর দ্বারা শুভ উপদেশ পাবেন, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লাগবে। বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। এই তিথিতে গোটা ফল দান করুন। শুভ হবে প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা এবং সন্তানের বিষয়ে যে জটিলতা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

(বৈশাখী পূর্ণিমা বিহীত শ্রী বুদ্ধ পূর্ণিমা তিথি মুহূর্ত।
শ্রী কৃষ্ণ র ফুলদোল যাত্রা। বুদ্ধ জয়ন্তী)

NOTICE

This is to inform that, my client 1). Sk. Abdul Wahed @ Almas 2). Sk. Abdul Wazed @ Akkas 3). Sk. Abdul Mazed @ Md. Asfak S/o Sk. Abdul Salam @ Abdus Salam 4). Najmur Rasul, 5). Obaidur Rasul 6). Mahibur Rasul S/o Sk. Abdul Rasul @ Sk. Abdur Rasul residing at Mirza Mohalla, P.O.- Medinipur, P.S.- Kotawali, Dist- Paschim Medinipur, WB executed General Power of Attorney in respect of 70 Dec. property, vide Deed No IV-21/86 on 17/01 /1986 at Medinipur Dist. Sub. Reg.-II in favour of Obaidur Rasul S/o Sk. Abdul Rasul @ Sk. Abdur Rasul in respect of 70 Dec. property, R.S. & L.R. Plot No. 108, Khatian No. 50 (RS), 32 L.R., J.L. No. 59, Mouza- Bagbandi, P.S. KGP (L), Dist- Paschim Medinipur. Then said attorney are sold out approx 25 Dec. (10+15 Dec.) area of the said property to **Soma Bhuniya** W/o Shyamal Bhuniya R/o Shobhapur, P.O. : Pratapur, P.S. KGP (L), Dist- Paschim Medinipur, WB-721301, through the Deed No. I-8305/24, on 28/11/24, 7573 Dt. 30/07/24 at Medinipur Dist. Sub. Reg.-II. That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within 30 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

NOTICE

This is to inform that, my client 1). **Santosh Singh** S/o Late Mohan Singh 2). Shrabani Singh W/o Subodh Singh residing at Soladahar, P.O- Benapur, P.S.- Kharagpur (L), Dist- Paschim Medinipur, WB-721301 executed General Power of Attorney in respect of 29 Dec. property, vide Deed No IV-192 at Medinipur Sadar A.D.S.R on 23/09 2015 in favour of **Sk. Jamsed Ali** S/o Late Fajuddin Ali, R/o- Kuchlachati (Hijli College), P.O- Benapur, P.S-KGP (L), Dist- Paschim Medinipur, WB, in respect of 29 Dec. property, R.S. & LR Plot No. 49, Khatian No. 159/1 (L.R.), J.L. No.246, Mouza- Soladahar, P.S. KGP (L), Dist- Paschim Medinipur.

Then said attorney are sold out approx 29 Dec. area of the said property to **Amit Das** S/o Late Madan Das R/o Prembazar Purba Pathri, P.O. : Hijli Co-opp., P.S. KGP(L), Dist- Paschim Medinipur, WB, through the Deed No. I-0097/16 of Kharagpur D.S.R.-1 Paschim Midnapore on 06/01/2016. That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within 30 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী যমুনা রায়**, স্বামী ৺তপন কুমার রায়, **২)শ্রীমতী দূর্বা রায়, ৩)শ্রী প্রীতম রায়,** ২/৩ এর পিতা ৺তপন কুমার রায়, সকলের সাকিম সোমড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ০৫/০৩/২০২৫ তারিখে সম্পাদিত ও ১৮/০৩/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-3496/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**শ্রী প্রবীর সরকার** পিতা ৺গৌরাঙ্গ সরকার, সাকিম সোমড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২১২৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন/করিতেছেন।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা সোমড়া, ৩৭ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৭১০ নং খতিয়ানে, শালি জমি, হাল এল.আর. ১)৭৩০ নং দাগে ০১ শতক, ২)৭৩৪ নং দাগে ০১ শতক, ৩)১১৪৮ নং দাগে ০৫ শতক, ৪)১১১৩ নং দাগে ০৬ শতক, ৫)১০৬১ নং দাগে ০৬ শতক, ৬)১০৭২ নং দাগে ১৩ শতক, ৭)১১৪৫ নং দাগে ১০ শতক, ৮)৭৩৬ নং দাগে ০১ শতক, ৯)৯২৮ নং দাগে ১২ শতক, ১০)১১০৫ নং দাগে ১৩ শতক, ১১)৯২৭ নং দাগে ২০ শতক, ১২)১১১২ নং দাগে ১২ শতক, ১৩)১০৫২ নং দাগে ০২ শতক, একুনে ১টি খতিয়ানে ১৩টি দাগে মোট ১০২ শতক পরিমিত সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ উক্ত সম্পত্তি খরিদান্তে তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও. বলাগড় ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি-**প্রবীর সরকার**
আমমোক্তার

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে খাদ্যশস্য মজুদে জোড় নবান্নর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সাম্প্রতিক সামরিক উত্তেজনার পরিস্থিতিতে রাজ্য জুড়ে সতর্কতা জারি করেছে রাজ্য সরকার। সমস্ত জেলায় আগামী তিন মাস অর্থাৎ জুন, জুলাই এবং আগস্ট এর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য মজুদ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, এই তিন মাসের রেশনের বরাদ্দ তিনটি পর্যায়ে জেলাগুলিতে পাঠানো হবে। শনিবার রাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহন ভার্চুয়ালি বৈঠক করেন দেশের সমস্ত রাজ্যের মুখ্যসচিবদের সঙ্গে। সেই বৈঠকের পরেই আজ সকালে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিক, সব জেলার জেলাশাসক, পুলিস সুপার এবং পুলিস কমিশনারদের নিয়ে বৈঠক করেন। এই বৈঠক থেকেই প্রতিটি জেলায় খাদ্যশস্য মজুদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গেছে। সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ারদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ও রিফ্রেশার কোর্স চালুর কথাও সিদ্ধান্ত হয়েছে। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। বিশেষ করে পাহাড়, অরণ্য বা দুর্গম অঞ্চল ঘেরা সীমান্ত এলাকায় পুলিশের টহল ও নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুন্দরবন এবং উত্তরবঙ্গের আন্তর্জাতিক সীমান্ত ঘেঁষা এলাকাগুলিতে বিশেষ নজর রাখার কথাও বলা হয়েছে।

এদিকে, জরুরি পরিস্থিতিতে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো কতটা প্রস্তুত, তা খতিয়ে দেখতে আজ জেলার স্বাস্থ্য কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম।

জেলা প্রশাসনের সঙ্গে তিনি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা, অ্যাম্বুলেন্স প্রাপ্যতা ও অন্যান্য পরিকাঠামো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিকেল স্বাস্থ্য দফতরের পদস্থ কর্তাদের সঙ্গে আরেক দফা বৈঠক করেন তিনি। সেখানে জরুরী ভিত্তিতে বিভিন্ন পরিকাঠামো প্রস্তুতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ঝাড়গ্রামের পর্যটনশিল্পে বড়সড় উন্নয়নের পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঝাড়গ্রামের পর্যটন পরিকাঠামোয় বড়সড় উন্নয়নের পদক্ষেপ নিচ্ছে রাজ্য সরকার। বেলপাহাড়ির 'সাদা পাহাড়' বা স্থানীয়দের কথায় 'চেতন ডুংরি' এলাকাকে গড়ে তোলা হচ্ছে একটি নতুন পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে। এই সাদা রঙের প্রাকৃতিক শিলাখণ্ড প্রকৃতির এক অদ্ভুত খেয়াল। যদিও পর্যটকদের কাছে এখনো তেমন পরিচিত নয়। বেলপাহাড়ি থেকে কোংকরাজহর যাওয়ার পথে ৭,৮ কিলোমিটার দূরে 'বোধি মোড়' এলাকায় পৌঁছে আরও ৩০ মিটার এগোলে সামনে পড়ে এই বিস্ময়কর শ্বেতশিলা।

এই সাদা পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটকদের কাছে এক আকর্ষণীয় স্থান হতে চলেছে। রাজ্য ইতিমধ্যেই পরিকাঠামো উন্নয়নের দিকেও নজর দিয়েছে। 'পথশ্রী-৩' প্রকল্পের অধীনে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের মধ্যে ১২,১২৮ কিমি গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাজ্য সরকার ১০,১০২ কিমি রাস্তার কাজ শেষ করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় ৫২ কোটি ব্যয়ে ৬৭ কিমি রাস্তা তৈরি হবে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, এই প্রকল্পে বিনপুর ২ নম্বর ব্লকে চাঁকাডোবে থেকে কাঁকড়াঝোড় পর্যন্ত ১৫ কিমি রাস্তা এবং আরও একটি অংশে ৭ কিমি রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।এই উদ্যোগগুলি একদিকে যেমন স্থানীয় মানুষদের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করবে, তেমনি পর্যটনের প্রসার ঘটিয়ে এলাকায় অর্থনৈতিক গতি আনবে বলে আশাবাদী প্রশাসন।

শহরের যাতায়াত ব্যবস্থায় বড় বদলের সিদ্ধান্ত রাজ্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরের যাতায়াত ব্যবস্থায় বড় বদল আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। মেট্রো সম্প্রসারণের ফলে ধর্মতলা দ্রুতই হয়ে উঠবে কলকাতার মূল পরিবহণ কেন্দ্র। জোকা-ধর্মতলা, দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ ও ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো পথের সংযোগস্থল হবে এই চত্বর, যার ফলে যাত্রী ও যানবাহনের চাপ অনেকটাই বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় ধর্মতলার বর্তমান বাস স্ট্যান্ড সরিয়ে সেখানে তৈরি করা হবে একটি আধুনিক ভূগর্ভস্থ পার্কিং প্লাজা। প্রায় ৯০০ গাড়ি রাখার ব্যবস্থা থাকবে সেখানে। পাশাপাশি ধর্মতলা, মেয়ো রোড এবং কার্জন পার্ক,এই তিন দিক থেকে গাড়ি প্রবেশ ও প্রস্থান করতে পারবে তিনটি পৃথক টানেলের মাধ্যমে। যাত্রীদের জন্য তৈরি হবে চারটি সাবওয়ে, যা তাদের সরাসরি মেট্রো স্টেশনগুলিতে পৌঁছে দেবে। এই প্রকল্পে স্থায়ী বাসস্ট্যান্ড থাকবে না। শহরের তিনটি নির্দিষ্ট জায়গায় বাস স্টপ তৈরি হবে, যেখানে বাসগুলি শুধুমাত্র যাত্রী নামিয়ে দ্রুত অন্যত্র চলে যাবে। যাঁদের ব্যক্তিগত গাড়ি আছে, তাঁরা গাড়ি পার্ক করে সেখান থেকেই মেট্রো ধরতে পারবেন।পরিকল্পনা অনুযায়ী, রাস্তার উপর পার্কিং পুরোপুরি বন্ধ করে সমস্ত গাড়ি রাখা হবে মাটির নিচে। এর ফলে পথ হবে আরও প্রশস্ত, যান চলাচল হবে আরও সহজ ও গতিশীল। মেট্রোর তিনটি রুট পুরোপুরি চালু হলে বিপুল যাত্রীচাপ সামলাতে ধর্মতলাকে ঘিরে তৈরি হবে এক আধুনিক, কার্যকর, ও ভবিষ্যতমুখী পরিকাঠামো।

পোখরানের বালির নীচে লুকিয়ে ছিল আত্মনির্ভর ভারতের ঘোষণা: সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৯৯৮ সালের ১১ই মে, পোখরানের মরুভূমিতে ভারতের পরমাণু ক্ষমতার সাফল্য ঘোষণা করেছিল দেশ। এই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী দিনটিকে জাতীয় প্রযুক্তি দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন। সেই দিনের মাহাত্ম্য স্মরণ করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ও রাজ্য বিজেপি সভাপতি ডা. সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'এই দিন শুধু প্রযুক্তির নয়, জাতীয় আত্মবিশ্বাসের প্রতীক।'

এক্স (পূর্বতন টুইটার)-এ পোস্ট করে তিনি লেখেন, 'পোখরানের বালির নিচে ছিল ভারতের আত্মনির্ভরতার গর্বিত ঘোষণা। আমরা শুধু স্বপ্ন দেখি না, তা বাস্তবেও রূপ দিই।' বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, 'এই দিন তাঁদের মেধা, নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমকে সম্মান জানানোর দিন।' ভারতের আত্মনির্ভরতার পথচলায় এই সাফল্য যে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক ছিল, তা আবারও মনে করিয়ে দেন তিনি।

'জগন্নাথধাম শুধুই পুরীতে', দিঘা বিতর্কে ইতি টানলেন পুরী পিঠের শঙ্করাচার্য্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুরীর শঙ্করাচার্য্য নীঃশ্ছলানন্দ সরস্বতী ফের উস্কে দিলেন বিতর্ক। সম্প্রতি তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন, 'উৎকলপ্রান্তে সন্নিহিত শ্রীজগন্নাথ পুরীই শ্রীজগন্নাথধাম। এই ঐতিহ্যগত সত্যের অন্যত্র উদ্ভাবনা সম্পূর্ণ অনুচিত।'

এই বক্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় মহলে নতুন করে উত্তাপ ছড়িয়েছে। বিশেষ করে, পশ্চিমবঙ্গের দিঘায় 'জগন্নাথ ধাম কালচারাল সোসাইটি' স্থাপন নিয়ে যে বিতর্ক চলছিল, তা ঘিরেই এই মন্তব্য বলে মনে করছেন পুরী মঠের ঘনিষ্ঠ মহল। শঙ্করাচার্যের বক্তব্য, জগন্নাথধামের পবিত্রতা এবং প্রাচীন ঐতিহ্য কোনওভাবেই অন্যত্র প্রতিস্থাপিত করা চলে না। তাঁর এই ঘোষণাকে দিঘায় নির্মীত প্রকল্পের বিরুদ্ধে দেশের সমস্ত হিন্দুদের প্রতি স্পষ্ট একটি 'বার্তা' বলেই মনে করছে বিশ্লেষক মহল। অনেকের মতে, ওড়িশার সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষা করতেই এই কড়া বার্তা। এই মন্তব্যের পর দিঘা প্রকল্পের ভবিষ্যৎ ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

'মমতার প্ররোচনায় পুরীর রীতি নকল, শাস্তি শ্রীমন্দির সেবায়েতকে', তোপ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুরীর শ্রীজগন্নাথ ধামের পবিত্র রীতিনীতির নকল করে দীঘায় 'প্রতিদ্বন্দ্বী ধাম' গড়ার চেষ্টা, এই গুরুতর অভিযোগে শাস্তির মুখে পড়লেন পুরীর প্রবীণ সেবায়েত রামকৃষ্ণ দাসমহাপাত্র। তাঁকে ৩০ দিনের জন্য বরখাস্ত করল শ্রীজগন্নাথ মন্দির প্রশাসন। ওই সিদ্ধান্তকে কড়া সুরে স্বাগত জানিয়ে শনিবার রাতে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও দায়ী করেন এই 'অপবিত্র প্রচেষ্টা'র জন্য। শুভেন্দুর বিস্ফোরক অভিযোগ, 'দাসমহাপাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবে দীঘা জগন্নাথ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণে পুরীর মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ ধামের পবিত্র রীতিনীতির 'অনধিকার অনুকরণ'-এর নির্দেশ দেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসন বিভ্রান্তিকর প্রচার শুরু করে, যেন দীঘার কেন্দ্রটি পুরীর ধামের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চলেছে।' তিনি আরও লেখেন, 'এই অপচেষ্টার ফলে লক্ষ লক্ষ ভক্তের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে। এটা একেবারেই অনুচিত। আমি এই কঠোর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই, যা স্পষ্ট বার্তা দেয়, শ্রীজগন্নাথ ধামের পবিত্রতা কোনওভাবেই লঙ্ঘনযোগ্য নয়।' সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেন্দুর মন্তব্য, 'এই বরখাস্তের সিদ্ধান্তে সনাতনী সমাজ নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হবে। জয় জগন্নাথ।'

হাওড়ার বেসরকারি বাসে কিউআর কোডে ভাড়া আদায়, খুশি যাত্রী ও কন্ডাক্টররা

রাজীব মুখোপাধ্যায় ● হাওড়া

ডিজিটাল ইন্ডিয়ার যুগে চা দোকান থেকে শুরু করে সবজি বাজার পর্যন্ত অধিকাংশ খুচরো ব্যবসায়ীরাই এখন অনলাইন লেনদেনের উপর নির্ভরশীল। অ্যান্ড্রয়েড ফোনে কিউআর কোড স্ক্যান করে টাকা পাঠানোই হয়ে উঠেছে অনেকের অভ্যাস। তবে এতদিন পর্যন্ত বাসে সেই ব্যবস্থা ছিল না। ফলে যাত্রাপথে প্রায়ই খুচরো নিয়ে সমস্যা হত কন্ডাক্টর ও যাত্রী উভয়েরই। এবার সেই চিত্র বদলাতে শুরু করেছে হাওড়ার এক বেসরকারি বাস রুট।

হাওড়ার বি গার্ডেন থেকে বারাসত পর্যন্ত রুটে চালু হল কিউআর কোডের মাধ্যমে অনলাইন ভাড়ার ব্যবস্থা। বাসে উঠেই যাত্রীরা কিউআর কোড স্ক্যান করে ঝদ্রদ্রত্ত্ব ঞ্চথা, ঞ্চদ্ব:ত্রঞ্চত্র বা অন্যান্য ডড্ঞ্চজ্জ মাধ্যমে ভাড়া মিটিয়ে দিতে পারবেন। খুচরোর সমস্যায় আর পড়তে হবে না, বলছেন বাস কন্ডাক্টররা। বাসচালক ও কন্ডাক্টরদের বক্তব্য, 'আজকালকার দিনে মানুষ ক্যাশ নিয়ে বের হয় না। ভাড়া আদায় করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়। একশো টাকার নোট দিলে আট টাকা বাটা দিতে হয়, খুচরো না থাকলে যাত্রীর সঙ্গে বচসা বাধে। কিউআর কোড চালু হওয়ায় সেই সমস্যা অনেকটাই মিটবে।' যাত্রীদের মতও এক। তাঁদের কথায়, 'অনলাইনে ভাড়া দেওয়ার সুবিধা অনেক আগে চালু হওয়া উচিত ছিল। এখন প্রায় সব কাজই অনলাইনে করি। বাসে কিউআর কোড চালু হওয়ায় খুব ভালো লাগছে। আশা করি, সব রুটেই এটা চালু হবে।' বাস রুট কমিটির সহ-সম্পাদক মিঠুন অধিকারী জানিয়েছেন, 'বি গার্ডেন-বারাসত রুটে আমাদের মোট ৩৮টি বাস রয়েছে। আপাতত প্রাথমিকভাবে তিনটি বাসে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। প্রতিক্রিয়া দেখে ধাপে ধাপে বাকি বাসগুলিতেও ক্ট্ট কোড চালু করব।' পরীক্ষামূলকভাবে চালু হলেও ডিজিটাল ভাড়ার এই উদ্যোগ হাওড়ার বেসরকারি বাসে এক নতুন দিশা দেখাতে চলেছে বলেই মত পরিবহণ মহলের।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১২ মে ২০২৫, ২৮ বৈশাখ ১৪৩১ সোমবার

পাকিস্তান ও বাংলাদেশ দখলের পক্ষে সওয়াল সুদীপের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২৫ মিনিটের 'অপারেশন সিঁদুর'। আর এই অভিযানেই ধ্বংস করা হয়েছে একাধিক জঙ্গিঘাঁটি। নিকেশ করা হয়েছে একশোর বেশি জঙ্গিকে। বৃহস্পতিবার ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকে বলেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। আর এবার সর্বদল বৈঠক নিয়ে মুখ খুললেন তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে তৃণমূলের তরফে কী জানানো হয়েছে সেকথাও বললেন তিনি।

সূত্রের খবর, এ দিন তৃণমূল সাংসদ জানিয়েছেন, তিনি সংশ্লিষ্ট বৈঠকে বলেছেন, 'সর্বদল বৈঠকে বলেছি পাকিস্তান দখল করে নাও। সঙ্গে বাংলাদেশও দখল করে নাও।' পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার জবাব দিয়ে বুধবার মধ্যরাতে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯টি জায়গায় আঘাত হানে ভারতীয় সেনা। মধ্যরাতে চলে অপারেশন সিঁদুর। ২৫ মিনিটের অভিযানে একাধিক জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। তবে পাকিস্তান সেনার কোনও পরিকাঠামোয় আঘাত হানা হয়নি বলে সেনার তরফে সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়। পাকিস্তানের কোনও সাধারণ নাগরিকের উপরও আঘাত হানা হয়নি। এদিন সর্বদলীয় বৈঠকে রাজনাথ জানান, 'পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার জবাব দিয়েছে ভারতীয় সেনা। জঙ্গিঘাঁটি যেমন গুঁড়িয়ে দিয়েছে, তেমনই একশোর বেশি জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়েছে।' এছাড়াও রাজনাথ বলেন, 'পাকিস্তান সেনা বিনা প্ররোচনায় গুলি চালাচ্ছে। ভারতীয় জওয়ানরা উপযুক্ত জবাব দিচ্ছেন।' 'অপারেশন সিঁদুর' শেষ হওয়া নিয়ে তিনি বলেন, 'সিঁদুর অনগোয়িং অপারেশন। ভারত আরও অভিযান চালাতে চায় না। কিন্তু, পাক সেনা আক্রমণ করলে পাল্টা জবাব দেওয়া হবে।' উল্লেখ্য, বেশ কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক খানিকটা তেতো হয়ে গিয়েছে বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশেষজ্ঞদের একাংশ। শেখ হাসিনার দেশ ছাড়ার পর থেকে সে দেশের একাংশ মানুষ বিশেষ করে নেতা মন্ত্রীরা ক্রমাগত ভারত বিরোধী মন্তব্য করেছেন। শুধু তাই নয়, সেভেন সিস্টার্স দখলের কথাও বলেছেন। এই আবহে সর্বদলীয় বৈঠকে সুদীপের এই দাবি নিতান্তই তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

৭১ সালে ৯০ হাজার সৈন্য যুদ্ধবন্দী নিয়ে ইন্দিরা প্রশ্নে বিতর্ক মন্তব্য সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'একাত্তরের যুদ্ধ শেষে ৯০ হাজার পাক সেনা ছিল আমাদের হাতে বন্দী ছিল। চাইলে পুরো পাকিস্তানটা উল্টে দিতে পারতাম। আমরা করিনি। কিন্তু আজ যদি কেউ ভাবে ভারত এখনও আগের জায়গায় আছে, সে ভুল করছে।' শুক্রবার রাতভর পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ব্রহ্মোস হামলার পর বিস্ফোরক হুঁশিয়ারি রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের। তাঁর বক্তব্য, '১০ই মে মাঝরাতে ভারতীয় বায়ুসেনা পাক সীমান্তে প্রবেশ করে। ব্রহ্মস ছোঁড়া হয়েছে চকলালা ও সরগোধা বিমানঘাঁটির দিকে। কাশ্মীরের অন্য এলাকাও ছিল নিশানায়। আমরা সকলেই জানি রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানের 'কৌশলগত সম্পদ' যাকে পারমাণবিক বোমা বলা হয়, তা লুকানো আছে। সেগুলো ক্ষতিগ্রস্থ বা ধ্বংস হওয়ার ভয়ে পাকিস্তান আমেরিকার দ্বারস্থ হয়। তার স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, 'যদি কোথাও থেকে পাল্টা হামলার চেষ্টা হয়, যুদ্ধ বাধবেই। আজ যাঁরা ১৯৭১-এর কথা তুলে ধরেন, যাঁরা ইন্দিরার ছবি পোস্ট করেন, তাঁদের একটা প্রশ্ন করা উচিত, নব্বই হাজার পাক সেনা বন্দি করার পর কী করেছিল ভারত? সেই সময়ে পাকিস্তান পুরোপুরি গুঁড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু আমরা দয়া দেখিয়েছিলাম। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় কূটনৈতিক অ্যাডভান্টেজ হাতছাড়া করেছিলাম। আজকের ভারত সেই ভুল করবে না।'

তারপর আরও চাঁচাছোলা সুরে সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'ইন্দিরা গান্ধীর সিদ্ধান্তকে আমরা অসম্মান করি না। কিন্তু একবার অন্তত নিজেকে প্রশ্ন করুন, যদি নব্বই হাজার সৈন্য আপনার হাতে ধরা পড়ে, তা হলে আপনি কী করতেন? আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকব না। এখনকার ভারত প্রত্যাঘাত করে; নিঃশব্দে নয়, প্রচণ্ড শব্দে।' সবশেষে হুঁশিয়ারি সুকান্তর, 'ভারত শান্তিপ্রিয়, কিন্তু দুর্বল নয়। কেউ যদি ওদের ঘাঁটি থেকে পাল্টা হামলা চালায়, যুদ্ধ বাধবেই। এবার ভারত সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে যুদ্ধ করেছে। ইন্দিরার আমলে যেমন করেছিল, এখন আবার সেটা সম্ভব হচ্ছে।' এদিকে, ব্রহ্মস হামলার জেরে পাকিস্তানে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সম্ভাবনা বাড়ছে। পাঞ্জাব বা করাচির দিকে পালটা হামলা চালানোর ইঙ্গিত মিলেছে। আমেরিকার তরফেও উত্তেজনার পারদ ঠান্ডা রাখতে মধ্যস্থতার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে খবর। এই অবস্থায় ভারত সরকারের ভূমিকা স্পষ্ট। সূত্রের দাবি, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কড়া বার্তা দিয়েছেন; ভারত কোনও উসকানি চায় না, কিন্তু আত্মরক্ষায় পিছু হটবে না। পিওকে-র সীমান্ত পেরিয়ে আক্রমণ যে এই প্রথম, তা নয়। তবে এবার কৌশলগত ভাবে 'সজাগ ভারত' অনেকটাই এগিয়ে।

ভারতীয় ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতে নামাজাদা সমস্ত ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার ওষুধ তৈরির 'অ্যাক্টিভ প্রোডাক্ট' আসে চিন থেকে। কেন্দ্রীয় সরকার সে সব ওষুধকেই নাকি বলছে 'মেক ইন ইন্ডিয়া'। শনিবার ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল অ্যান্ড সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভস ইউনিয়নের সভায় এমনই গুরুতর অভিযোগ করলেন ফেডারেশন অফ মেডিক্যাল অ্যান্ড সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভস অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পার্থ রক্ষিত।

সম্প্রতি ৭৪৮টি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। বিপাকে পড়েছে সাধারণ মানুষ। দাম বৃদ্ধিতে সবুজ সংকেত দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা ন্যাশনাল ফার্মাসিউট্যাল প্রাইসিং অথরিটি বা এনপিপিআর। এদিন ওষুধের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ-সহ আরও চার দফা দাবিতে সভার ডাক দিয়েছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল অ্যান্ড সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভস ইউনিয়ন। এদিনের সভায় হাজির ছিলেন চিকিৎসক ফুয়াদ হালিম, আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল অ্যান্ড সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভস ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক বাসব রায়চৌধুরী, শুভ্রাংশু ভট্টাচার্য। শুভ্রাংশু ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ওষুধ প্রস্তুতকারক দুনিয়ায় একচেটিয়া রাজত্ব ছিল দেশীয় সরকারি সংস্থাগুলোর। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কর্পোরেট বান্ধব নীতির ফলে সেই সরকারি সংস্থাগুলোকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে। বেঙ্গল কেমিক্যালের মতো সংস্থা ন্যাপথালিন, আর ফিনাইল ছাড়া আর কিছুই প্রস্তুত করে না। কোভিডের পর ওষুধের বাজার বেসরকারি সংস্থাগুলোর একচেটিয়া মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল অ্যান্ড সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভস ইউনিয়নের অভিযোগ, ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। প্রতিটি বেসরকারি সংস্থাকে ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি করার লাইসেন্স দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। চিকিৎসকদের শুধুমাত্র জেনেরিক ওষুধ প্রেসক্রাইব করতে হবে। সম্প্রতি এমন রায় দিয়েছে দেশের সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের সেই রায়কে স্বাগত জানিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল অ্যান্ড সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভস ইউনিয়নের সদস্যদের বক্তব্য, 'শুধুমাত্র জেনেরিক ওষুধ লিখলেই পরিস্থিতি বদলে যাবে না।' কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, জেনেরিক ওষুধ মাত্রেই সস্তা এমন একটা বার্তা রটানো হচ্ছে। সম্প্রতি সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন যে গুণমান পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ওষুধের তালিকা প্রকাশ করেছে তার সিংহভাগই জেনেরিক ওষুধ। হাতেগোনা কয়েকটি ব্র্যান্ডেড।

১১ মে মাতৃদিবসের দিন ছবিতে ফুটে উঠল যত্নের সঙ্গে গরমে শিশুকে জল পান করাচ্ছেন মা।

গীতাঞ্জলি মিউজিয়ামে রেল ঐতিহ্যের সম্মাননা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শতবর্ষ পূর্ণ করল পূর্ব রেলের গুরুত্বপূর্ণ হাওড়া ডিভিশন। ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ডিভিশন শুধু পরিবহণ ব্যবস্থায় নয়, রাজ্য ও পূর্ব ভারতের অর্থনীতিতে অসামান্য ভূমিকা রেখেছে। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে রেল কর্তৃপক্ষ গীতাঞ্জলি মিউজিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রেল ঐতিহ্যকে সম্মান জানাল। বোলপুরে অবস্থিত এই মিউজিয়ামটি ২০১০ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের শতবর্ষ উপলক্ষে রেল মন্ত্রক তৈরি করেছিল।

হাওড়া ডিভিশনের শতবর্ষ উদযাপন

শান্তিনিকেতনের 'উদয়ন' ভবন দ্বারা অনুপ্রাণিত এই মিউজিয়ামে ঠাকুরের সাহিত্য, চিঠিপত্র, স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষিত রয়েছে।

খড়দার কিশোরকে এলোপাথাড়ি মার

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাড়ার কয়েকজন দাদার ফতোয়া ছিল সামাজিক কর্মকাণ্ড করা যাবে না। সেই ফতোয়া উপেক্ষা করেই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। ক্ষোভে রক্তদান শিবিরের অন্যতম উদ্যোক্তা এক কিশোরকে মারধোর করার অভিযোগ উঠল এলাকার এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে খড়দা থানার পানিহাটি পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের সুকচর ক্লাব রোডের বাইলেন এলাকায়। দশম শ্রেণির ছাত্র আক্রান্ত ওই কিশোর ইতিমধ্যেই খড়দা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। আক্রান্তের অভিযোগ, পাড়ার কয়েকজন দাদা রক্তদান শিবির করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা সেবামূলক কাজ হিসেবে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিল। সুজয় কুণ্ডু নামে এক ব্যক্তি সেই রক্তদান শিবির যাতে না করা হয়, তার জন্য একাধিকবার হুমকিও দিয়েছিল। অভিযোগ, আদেশ অমান্য করায় ওই কিশোরের ওপর চড়াও হয়ে তাকে মারধোর করেছে সুজয় কুন্ডু। ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে আক্রান্ত কিশোরের পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে খড়দা থানার পুলিশ।

পাকিস্তান কখনও চুক্তি রাখেনি, মন্তব্য দিলীপের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন নিয়ে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ প্রবল প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। শনিবার, ভারত সরকারের যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর পাকিস্তান আবারও জম্মু-কাশ্মীরের সীমান্তে হামলা চালায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'পাকিস্তান কখনওই কোনও চুক্তি রক্ষা করেনি, তারা বরাবরই কথা ভঙ্গ করেছে।' তিনি আরও বলেন, 'ভারত অবশ্যই উপযুক্ত উত্তর দেবে।'

পাকিস্তানের সমর্থনে চিনের অবস্থান নিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'চিন সবসময় পাকিস্তানের পাশে রয়েছে। যুদ্ধের পেছনে চিনের আর্থিক লাভও থাকতে পারে।' তিনি বালুচিস্তানের সংগ্রামও উল্লেখ করে বলেন, 'বালুচিস্তান পাকিস্তান থেকে আলাদা হতে চায় এবং তারা যুদ্ধ করছে। পাকিস্তানের ভবিষ্যত খুব শীঘ্রই স্পষ্ট হবে।' এছাড়া, সীমান্তে হামলায় বিএসএফের সাব-ইন্সপেক্টর মহম্মদ ইমতিয়াজ শহীদ হওয়ায় দিলীপ ঘোষ মন্তব্য করেন, 'পাকিস্তান সরাসরি যুদ্ধ করতে পারছে না, তাই সাধারণ নাগরিক ও রক্ষাকর্মীদের আক্রমণ করছে।' শনিবার বিকেল ৫টা থেকে যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর হলেও, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাকিস্তান সীমান্তে গুলিবর্ষণ ও ড্রোন হামলা চালায়, যা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটায়।

চিকেনের দাম লাগামছাড়া, কড়া নজর টাস্কফোর্সের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাছ ও ডিমের দাম এখনও স্থিতিশীল হলেও মুরগির মাংসের দামে লাগামছাড়া বৃদ্ধি চিন্তায় ফেলেছে রাজ্য সরকারকে। মাছের বাজারে তদারকির পাশাপাশি, রবিবার শহরের একাধিক কাঁচাবাজার ও মুরগির দোকানে হানা দেন রাজ্য সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের সদস্যরা। টাস্কফোর্সের এক সদস্য জানান, 'ছ'মাস আগেও যেটা ১৮০,১৯০ টাকা কেজি ছিল, এখন তা একলাফে ২৮০,৩০০ টাকায় পৌঁছে গিয়েছে। এটা অস্বাভাবিক। উৎপাদন খরচ সামান্য বাড়লেও পাইকারি ও খুচরো স্তরে এই বিরাট ব্যবধান উদ্বেগজনক।'

শুক্রবার নবান্নে মূল্যবৃদ্ধি সংক্রান্ত এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও মুরগির মাংসের অতিরিক্ত দামের প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'মাছ-ডিমের দাম স্বাভাবিক থাকতে পারলে, মুরগির দাম এভাবে আকাশছোঁয়া কেন?' রবিবার শহরের গড়িয়াহাট, হাতিবাগান, মানিকতলা ও বাদামতলা বাজার ঘুরে দেখা যায়, বেশিরভাগ দোকানে ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে ২৯০,৩০০ টাকা কেজি দরে। কিছু জায়গায় সেটা ৩১০ টাকাও ছুঁয়েছে। এই মূল্যবৃদ্ধির পেছনে একাংশ ব্যবসায়ীর 'চক্রবৃদ্ধি মুনাফা'কেই দায়ী করছেন রাজ্য সরকার। খাদ্য দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'সরবরাহে তেমন ঘাটতি নেই। উৎপাদক স্তরে দাম বাড়েনি। অথচ খুচরো বাজারে মুরগির মাংসের দাম বাড়ছে লাফিয়ে। এটা নজরে রাখা হবে।' প্রসঙ্গত, মৎস্যমন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী ইতিমধ্যেই মাছের দাম প্রসঙ্গে মুখ খুলে দাবি করেছেন, 'কেউ হয়তো মুখ্যমন্ত্রীকে ভুল বোঝাচ্ছেন।' এবার মুরগির দাম নিয়েও প্রশাসনের ভেতরে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, খাদ্য ও প্রাণিসম্পদ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আগামী সপ্তাহ থেকে রাজ্যের সমস্ত বড় বাজারে তদারকি আরও জোরদার করা হবে। প্রয়োজনে অভিযানে নামতে পারে এনফোর্সমেন্ট শাখাও।

হাইকোর্টের নির্দেশ উপেক্ষিত! অভিযোগ সত্ত্বেও ফের ট্রাম লাইনে পিচ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার ট্রাম লাইন ঘিরে বিতর্ক অব্যাহত। হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়েছিল, ট্রাম লাইনে পিচ দেওয়া যাবে না। যেখানে বিটুমিনাইজেশন হয়েছে, সেখান থেকে পিচ তুলে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু অভিযোগ, মামলা চলাকালীনই আলিপুর, মানিকতলা আন্ডারপাস ও বাগমারি এলাকায় ফের পিচ ঢালা হয়েছে ট্র্যাকে। এই ঘটনার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন একাধিক ট্রাম প্রেমী। তাঁদের অভিযোগ, পুরনো নির্দেশ মানা হয়নি। যদিও পরিবহণ দপ্তর বলছে, রাস্তার সংস্কার ও পিচ ঢালার দায়িত্ব কলকাতা পুরসভার। তাদের ভূমিকা নেই। তবে ট্রাম প্রেমীরা প্রশ্ন তুলেছেন, যে রাস্তা স্তাগুলিতে বহুদিন ধরে ট্রাম চলে না, সেখানেও যানজট কমেনি। বরং বেআইনি পার্কিংয়ে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। হাইকোর্টে মামলা লড়ছেন এক আইনজীবী ট্রাম প্রেমীর পক্ষে। তিনি জানিয়েছেন, আগ্রহী বিচারপতি সরে যাওয়ায় মামলার শুনানি পিছিয়েছে। নতুন বেঞ্চে ফের আবেদন জানানো হবে। এদিকে রাজ্য সরকারের অবস্থান স্পষ্ট, ট্রাম আর চলবে না, তার বদলে যান চলাচলের সুবিধাই প্রাধান্য পাবে।

চরম গরমে একাধিক জেলায় কমলা সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এপ্রিল মাসে মোটামুটি আরামদায়ক আবহাওয়া থাকলেও মে মাসের শুরু থেকেই একচ্ছত্র দাপট চালিয়ে যাচ্ছে গরম। বাইরে বেরলেই রোদে পুড়ে ছাড়খার হয়ে যাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। হাতে ছাতা আর রোদ চশমা ছাড়া বেরনো দায়। বাইরে একবার বেরলেই কার্যত জ্বলে যাচ্ছেন সকলে। এই আবহের মধ্যেও দুঃখের খবর আরও দু'থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে তাপমাত্রা। আলিপুর আবহাওয়া সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের ছ'জেলায় তাপপ্রবাহ চলবে। পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমানে এই তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি হয়েছে। বাদবাকি জেলাগুলিতেও গরম ও অস্বস্তিকর পরিবেশ বজায় থাকবে। উত্তরবঙ্গের মালদাতেও তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা রয়েছে। হাওড়া-কলকাতাতেও গরম অস্বস্তি বজায় থাকবে। তবে

দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া এমন থাকলেও, খানিকটা স্বস্তি পাবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে। কোথাও ৪০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে বইতে পারে হাওয়া। এই তিন জেলায় কমলা সতর্কতা দিলেও, বাকি উত্তরের জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কবার্তা জারি হয়েছে।

তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: একলপ্তে অনেকটাই বাড়ল তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনের সদস্য সংখ্যা। গত বছরের তুলনায় ৬০ থেকে ১২০ শতাংশ। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয়স্তরের সংগঠনের পাশাপাশি অধ্যাপক সংগঠনেও এই বৃদ্ধি। অধ্যাপক সংগঠন ওয়েবকুপার যেখানে গত বছরও সদস্য ছিলেন চার হাজার ৮৩৪, সেখানে এ বছর তা সাড়ে সাত হাজারের বেশি। অর্থাৎ ৬০ শতাংশের বেশি। মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনে দুই বছর আগে ছিল ২৬ হাজারের কিছু বেশি আর এখন ৫০ হাজার। একই সময়ের হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনে ৩৬ হাজারের কিছু বেশি। গত বছরই তা দ্বিগুণ পেরিয়ে যায় বলে দাবি। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে ১২০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি। যা চোখে পড়ার মতোই। এই তথ্যে স্বাভাবিকভাবেই খুশি তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের নেতারা। রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজ ও নেতৃত্বে ভরসা ছাড়াও আরও বহু কারণে শাসকদলের উপর আস্থা বাড়ছে। অন্য রাজনৈতিক দলের সংগঠন থেকে শিক্ষকরাও তৃণমূলের পা বাড়িয়েছেন গত ক'বছরে। নেতারা কৃতিত্ব দিচ্ছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকেও। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য আবার তৃণমূল শিক্ষা সেলের চেয়ারম্যানও বটে। তাঁর নেতৃত্বে ওয়েবকুপার নবনির্বাচিত রাজ্য কমিটির অধীনে ৩৫টি জেলা কমিটি ও ২২টি বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ইতিমধ্যেই গঠন করা হয়েছে। ওয়েবকুপার অন্যতম রাজ্য সভাপতি অধ্যাপক সেলিম বক্স মণ্ডল বলেন, 'নবনির্বাচিত কমিটি তৈরি হওয়ার পর পাহাড় থেকে সাগর, সর্বত্র ওয়েবকুপার সদস্য সংখ্যা বেড়েছে। এপ্রিল মাসে সংগঠনের ওয়েবসাইট উদ্বোধনের পর সদস্য সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। রাজ্যের প্রতিটি

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ওয়েবকুপায় যুক্ত হচ্ছেন। দুই-একটি জেলা বাদ দিয়ে সব জেলায় সদস্য বাড়ছে। এখনও সদস্য নবীকরণের কাজ চলছে। কাজ শেষ হলে ওয়েবকুপার সদস্য আরও বাড়বে।'

একই সঙ্গে তৃণমূলের মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক সংগঠনের সদস্যও বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির নেতা বিজন সরকার জানিয়েছেন, 'শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সাধারণ শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা করেন, তাঁদের সমস্যা যতদূর পর্যন্ত সমাধান করার চেষ্টা করেন। যে কারণে সাধারণ শিক্ষকরা আমাদের সংগঠনে এসে যোগ দিচ্ছেন। বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, মালদহ, জলপাইগুড়ি-সহ অনেক জেলার সদস্য বেড়ছে। বীরভূমে কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে ৮০ শতাংশ শিক্ষক আমাদের সংগঠনের সদস্য।' বর্তমানে প্রায় ৫০ হাজার সদস্য রয়েছে বলে দাবি করেছে রাজ্য তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি। দু'বছর আগে এই সংখ্যা ছিল ২৬ হাজারের থেকে কিছুটা বেশি। এদিকে রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার বলে দাবি করা হয়েছে। এ নিয়ে সংগঠনের নেতা পলাশ সাঁধুখা জানান, এই ৮০ হাজার সদস্য এক বছর আগেই হয়ে গিয়েছে। তার আগে অর্থাৎ ২০২৩ সালে সদস্যা সংখ্যা ছিল ৩৬ হাজারের একটু বেশি। খুব শীঘ্রই নতুন করে সদস্য সংগ্রহ করা হবে। তখন সংখ্যাটা আরও বাড়বে। কারণ, অন্য দলের শিক্ষক সংগঠনের সদস্যরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন, সদস্য হওয়ার আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

সম্পাদকীয়

দুর্ঘটনার কারণ অদক্ষ শ্রমিক, দায়িত্বহীনতা এবং সর্বোপরি সিন্ডিকেট ও কাটমানির সংস্কৃতি

ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন, ঘনঘোর বর্ষার এই টুপটাপ শব্দটি কতখানি ভীতিপ্রদ। নড়বড়ে আশ্রয়স্থলের অসুরক্ষিত আচ্ছাদন থেকে রক্ষণাবেক্ষণের অভাব বহুমাত্রায় আজ প্রকট এ কালের 'বুড়ির বাড়ি'-র মতো সরকারি আবাসন ভবনগুলিতে। পলেস্তারা খসে পড়া রংহীন জীর্ণ অবয়বে বট, অশ্বত্থের শিকড় গজিয়ে ওঠে, ভাঙা ঘুলঘুলিতে বাসা বাঁধে নাম-না-জানা পাখি, মরচে পড়া সদর দরজার ক্যাঁচ ক্যাঁচ ধ্বনি অস্ফুট স্বরে বলতে চায় অযত্নের সারসত্য কাহিনি। প্রকৃতপক্ষে, এ বঙ্গের সরকারি আবাসস্থলেই নয়, অবহেলার দগদগে ঘা ফুটে ওঠে বিদ্যালয় গৃহ থেকে ছাত্রাবাস; সর্বত্র। অভিজ্ঞতায় দেখেছি, রাজ্যের প্রথম সারির এক বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে এই রকম সমস্যা বড় বেশি জানান দিত বৃষ্টির দিনে। তিনতলা বিল্ডিং-এর উপরিভাগের রুমের ভিতরে তখন ছোট ছোট বালতি পাতা হত বৃষ্টির জল থেকে বাঁচার জন্য। পরবর্তী কালে দেখা যায়, গ্রামীণ এলাকার বহু বিদ্যালয়ে নিম্নমানের ইমারতি দ্রব্য ব্যবহার করায় দেওয়াল জুড়ে বিস্তৃত চওড়া ফাটল, হাঁ হয়ে যাওয়া মেঝের করুণ দশা। এই সব সরকারপোষিত শিক্ষালয়ের পাল্লাহীন জানলা-দরজা'সহ চার দেওয়ালের নড়বড়ে কাঠামো থেকে শৌচালয়ের দুরবস্থার সাক্ষী আছেন নির্বাচনী কাজে উক্ত স্থানগুলিতে ডিউটি করা সকল ব্যক্তিই। মনে এল, চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন ছাদের চাঙড় খসে এক পরীক্ষার্থীর জখম হওয়ার মর্মান্তিক খবর। এ কোনও ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। বছর কয়েক আগে দিনেদুপুরে বর্ধমান রেল স্টেশনের একটি পুরনো জলের ট্যাঙ্ক হুড়মুড়িয়ে আছড়ে পড়লে চার জনের মৃত্যু হয়। প্রকৃতপক্ষে এ সবই খণ্ডচিত্র মাত্র। দুর্নীতির পূর্ণগ্রাসে আজ নিমজ্জিত পর্যবেক্ষণ ও নিয়মিত নজরদারির আইনিবিধি। সস্তা নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার থেকে অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ, দায়িত্বহীনতা এবং সর্বোপরি সিন্ডিকেট ও কাটমানির সংস্কৃতির বিস্তারে সাধারণ জনগণ প্রহর গোনে পরবর্তী দুর্ঘটনার।

শব্দবাণ-২৭২

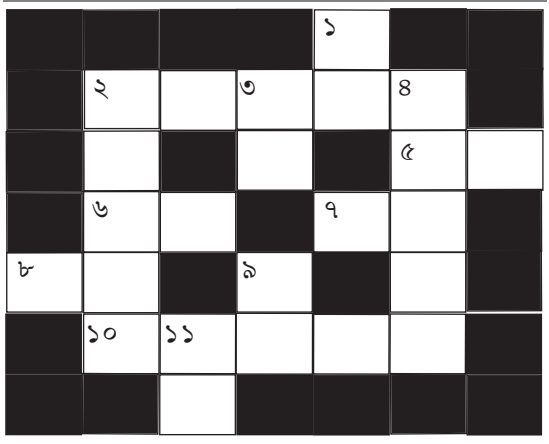

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. পাহাড়ি অঞ্চলের একধরনের ফুল ৫. সবাক ছায়াচিত্র ৬. দরিদ্রপল্লি ৭. আড়ি নয় ৮. থাকিলে — খানা হবে কচুরিপানা ১০. জলে নেমে খেলা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. স্বেদ ২. জুয়াচোর, প্রবঞ্চক ৩. উপাখ্যান ৪. যাত্রীদের জিনিসপত্র ৯. সূর্য ১১. সুবিধামতো স্থানে অবস্থান।

সমাধান: শব্দবাণ-২৭১

পাশাপাশি: ১. আমলা ৩. কোলন ৫. বরেণ্য ৬. শম্বর ৭. ক্ষেপক ৯. বিশ্বপা ১১. জড়ানি ১২. করোটি।

উপর-নীচ: ১. আজব ২. লাবণ্য ৩. কোশিশ ৪. নজর ৭. ক্ষেত্রজ ৮. কলোনি ৯. বিপাক ১০. পালটি।

জন্মদিন

আজকের দিন

কাশীনাথ নায়েক

১৯৮৩ *বিশিষ্ট জ্যাভলিন থ্রোয়ার কাশীনাথ নায়েকের জন্মদিন।*
১৯৯১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় অলক শর্মার জন্মদিন।*
১৯৯৫ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় পবন কুমারের জন্মদিন।*

বুদ্ধের দেশে যুদ্ধ কেন

অমলেন্দু চৌধুরী

প্রাক বুদ্ধযুগে রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্যে কোথাও প্রত্যক্ষভাবে অহিংসার প্রচার নেই। এই দুই মহাকাব্যে মূলত যুদ্ধ, প্রাণহানি, হিংসা বা পরস্পরের বিরুদ্ধে ছলকপট, যেন-তেন প্রকারে নিজের শক্তি কায়েম করা। তারজন্য সাধারণ প্রজার ভালোমন্দের খেয়াল রাখা হয়নি।

ফলে রামায়ণ ও মহাভারতে অহিংসা প্রাধান্য পায়নি বরং সহিংস কূটনৈতিক কার্যকলাপ প্রাধান্য পেয়েছিল। অর্জুন যখন জ্ঞাতি আত্মীয় ভ্রাতাদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করতে দ্বিধাগ্রস্ত, তখন শ্রীকৃষ্ণ নানাভাবে, নানা যুক্তিতে অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে উদ্বুদ্ধ করে-ছিলেন। অর্জুনকে হিংসায় উদ্বুদ্ধ করা বোঝায়, তার অহিংস নীতি। প্রাক বুদ্ধ যুগে ভারতে হয়ত বার বার ধর্ম'রাজ্য স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকবারই স্থাপিত হয়েছে সংহারধর্মে', হিংসাধর্মে।

তথাগত বুদ্ধ ভারতের রাজনীতিতে সর্বপ্রথম অহিংসাধর্ম স্থাপিত করলেন। তিনি তাঁর অবিস্মরণীয় তপস্যায়,জ্ঞানে,গরিমায় প্রমাণিত করলেন অহিংসাধর্মে রাজ্যপালন করলে,সেই রাজ্যের আত্মিক,আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক সংস্কৃতিগত উন্নতি সর্বাধিক হয় এবং দেশ ও সমাজের ব্যক্তিত্ব এমন এক স্তরে উন্নীত হয়, যেখানে রণ-সজ্জার প্রয়োজন হয়না। প্রজাগণ সশ্রদ্ধচিত্তে রাষ্ট্রক্ষমতার উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হয়। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস হয়, সে যে কাজ করছে, তা তার নিজের উন্নতিসাধনের জন্যই করছে। রাষ্ট্রের প্রতি ভীত নাহয়ে, ফলে যে কাজ সে করে, তার সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা আসে। প্রত্যেক প্রজার ব্যক্তিগত সার্থকতার সমন্বয়ে আপনা থেকে রাষ্ট্রের সার্থকতার বিস্তার ঘটে। এই পদ্ধতির রাজনীতি সর্বপ্রথম ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় বিম্বিসারের সময়ে তথাগত বুদ্ধের জীবিতকালেই।

হিংসা অহিংসার যুদ্ধ তথাগত বুদ্ধের কালেই বর্তমান ছিল। অজাতশত্রু রাজা বিম্বিসারকে প্রথমে বন্দী, পরে হত্যা করে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন সহিংস পদ্ধতিতে তথাগত বুদ্ধের জীবিতকালেই। এ কথা চিন্তা করলে বোধহয় ভুল হবে না, দেবদত্ত আরও বৈদিক শক্তিধরের সাহায্যে শক্তিমান হয়ে তথাগত বুদ্ধের বিরুদ্ধাচারণ করেন এবং অজাতশত্রুকে গোপনে উত্তেজিত করে সিংহাসন গ্রহণে প্রলুব্ধ করেন। বৈদিক সভ্যতার রীতি অনুযায়ী সহিংস পদ্ধতি-চিরাচরিত পদ্ধতি এবং ভগবান বুদ্ধের অহিংসা মন্ত্র সাধারণ সমাজের পক্ষে একেবারে নূতন এবং প্রথা বিরুদ্ধ। মানুষের আত্মিক আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উন্নতি অহিংসা পদ্ধতিতে ঘটতে পারে, সে বিশ্বাস সকলের মনে বদ্ধমূল হয়নি, বিশেষ করে যুবসমাজের। সেইজন্যে অজাতশত্রু অতি সহজেই বৈদিক তথা প্রাক বুদ্ধ যুগের রীতিনীতি গ্রহণ করেন এবং বৌদ্ধমন্ত্রকে অবিশ্বাস করেন।

সাধারণ প্রজা শান্তিপ্রিয় এবং আপন সংসারের কল্যাণেই ব্যস্ত থাকেন। রাষ্ট্রক্ষমতা যদি সহিংস হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার হয়, সাধারণ প্রজা শান্তিপ্রিয়,সহিংস রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণের উন্নতিবিকাশ হয় না। হতে পারে না। পৃথিবীর যে শক্তি সহিংস পদ্ধতিতে উত্থান লাভ করেছে, তার স্থিতি ততদিনই থেকেছে, যতদিন রাষ্ট্রক্ষমতার শক্তি অব্যাহত থেকেছে। রাষ্ট্রক্ষমতা অস্তমিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অথবা হস্তান্তর হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষমতা বা সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি সাধন ঘটেছে। এর মুখ্য কারণ সাধারণ মানুষের ভীতির প্রাধান্য ছিল সাম্রাজ্যবিস্তারে। ভীতির শিকড় সমাজের গভীরে প্রোথিত হয় না, তাই সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি ও গভীরতার সৃষ্টি হয় না ফলে সহিংস পদ্ধতিতে যে রামরাজ্যের বিস্তার লাভ করে, অতি অল্পদিনে এবং অতি অল্প কারণেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

অহিংসামন্ত্রে মানুষের আপন ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত গভীর ও উজ্জল হয়। একজন সহিংসবাদী এবং একজন অহিংস-বাদী মানুষ যদি সম্মুখীন হয়ে কথপোকথন করেন, সহিংসবাদী মানুষ সর্বদা ভীত সঙ্কুচিত ও সন্দেহাকুল হয়ে থাকেন, আর অহিংসবাদী মানুষ নির্মল মনে 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির'। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গেছে অহিংসার সঙ্গে হিংসার যতবার আমন-সামনে হয়েছে, প্রত্যেক-বারই হিংসার পরাজয় ঘটেছে। হিংসার মাধ্যমে চরিত্রের যে ব্যাপ্তি ও গভীরতা ঘটে, অহিংসার মাধ্যমে তার চেয়ে অনেক বেশি গভীরতা ও ব্যাপ্তি ঘটে, সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী করে তোলে ভয়শূন্যতা। অহিংসা পদ্ধতি অবলম্বন করলে মানুষকে এমন ভয়শূন্য করে তোলে যে, তখন সে আপনা হতেই যে কোন মঙ্গলময়, কল্যাণময় কার্য' সমাধা করতে পারে।

অজাতশত্রু তাঁর রাজ্য সম্প্রসারিত করেন এবং রাজধানী পাটলীপুত্রে স্থানান্তরিত করেন। সাম্রাজ্যের বিশালতা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও তিনি স্বস্তি পাননি অহিংসা-, শক্তির অনির্বচনীয় প্রভাবের জন্য। অজাতশত্রু সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল, মুখ্যত জনসাধারণের অহিংসানীতির বিশ্বাসের জন্য। জনসাধারণ যদিও অজাতশত্রুর হিংসা-বাদী সাম্রাজ্যে বাস করেছেন, তবু তাদের আন্তরিক বিশ্বাস ছিল বুদ্ধের অহিংসামন্ত্রের ওপর। বুদ্ধের মন্ত্রে সর্বসাধারণ উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত ছিল বলেই অজাতশত্রুর সময়কালে মগধরাজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন হয়।

বুদ্ধোত্তর কালে ভারতের বুকে যে সাম্রাজ্যের বিস্তার, সেই সাম্রাজ্যের প্রধান যদি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হন, তাহলে সেই সাম্রাজ্যের উৎকর্ষতা ও উন্নতি আকাশচুম্বী হয়ে উঠে। শিক্ষায়, দীক্ষায়, সংস্কৃতিতে ভারতের সভ্যতা বুদ্ধোত্তর যুগে সর্বাপেক্ষা উন্নত হয়। নালন্দা মহা-বিদ্যালয়ের মত মহান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সম্রাট অশোক থেকে শুরু করে হর্ষবর্ধন পর্যন্ত প্রত্যেকেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। সম্রাট অশোক প্রথম জীবনে সহিংসপন্থী থাকলেও পরবর্তী জীবনে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হন এবং মানবচরিত্রের চরম বিকাশ হয়। নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয় স্বয়ংশাসিত শিক্ষাকেন্দ্রে কোন সম্রাট বা রাজা কোনভাবেই অধিকার বা আধিপত্য স্থাপিত করেননি। অশোক থেকে হর্ষবর্ধন পর্যন্ত রাজাধিরাজ নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে কৃষিক্ষেত্র ও অর্থ দান করতেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কৃষিক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপক জমি চাষ করতেন এবং সারা বৎসরের আহার্য সংগ্রহ করতেন। নালন্দার কীর্তি' ও খ্যাতি সে সময়ে শুধু ভারত নয়, বহির্ভারতেও সম্প্রসারিত, তারা নালন্দায় এসে বহু বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন।

হর্ষবর্ধনের পর থেকে হিন্দুযুগের অভিযান শুরু হয়

বুদ্ধের নীতি সমসাময়িক রাজনীতিতে প্রতিফলিত এবং প্রতিভাত হয়েছিল বলেই অজাতশত্রুর কাল থেকে হর্ষবর্ধন পর্যন্ত ভারতের সমাজ স্বর্ণোজ্জল। সভ্যতায় কৃষ্টিতে শিক্ষায় শৌর্যে' বীর্যে' পৃথিবীর সর্বোচ্চ আসনে ভারত সমাসীন ছিল। ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় সেই সময়ের রাজা বা সম্রাট নিজে ত্যাগী সন্ন্যাসী, ন্যায়াধীশ এবং দানশীল ছিলেন। সম্রাট অশোক তাঁর রাজকোষের সমস্ত অর্থসম্পদ দান করে, আধখানা আমলকী হস্তমুষ্ঠিতে নিয়ে বলে-ছিলেন এই আমার শেষ অবলম্বন। সেই সন্ন্যাসী-সম্রাটের স্মৃতি শত সহস্র বছর পরেও আজ আমরা শ্রদ্ধা-ভরে স্মরণ করি।

এবং বুদ্ধধর্মের দীপ্তি ম্লান হতে আরম্ভ করে। তুর্কি' অভিযানের পর নালন্দা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। হিন্দুযুগের পর ভারতের ইতিহাসে নেমে আসে মুসলমান যুগ, তারপরে বৃটিশ যুগ। বুদ্ধের পরে অহিংসা ধর্ম' প্রচার করেন যীশুখৃষ্ট।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী তাঁর নীতি নির্ধারণ করেন বুদ্ধের অহিংস নীতি থেকে, এই নীতি গ্রহণ করার পূর্বে ভারতীয় মন পরিণত ও উন্নত করে দিয়েছিলেন কয়েকজন অবতাররূপী মনীষী, যাঁরা বুদ্ধেরই অনুসারী যেমন লালন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণভারতী প্রভৃতি মণীষীরা ভারতের সাধারণ মানুষের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ ও উন্নত করে গিয়েছিলেন।

তথাগত বুদ্ধ অনুভব করেছিলেন ধর্ম প্রচারের সঙ্গে যদি আর্তের সেবা, দারিদ্রমোচন না করা হয়, তাহলে স্থানীয় মানুষ সেই ধর্ম'কে মনে প্রাণে গ্রহণ করবে না। বৌদ্ধধর্মে'র যখন প্রচার শুরু হয়, তখন ভিক্ষুসংঘ বিভিন্ন স্থানে সেবা যত্ন চিকিৎসার সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করেছিলেন। সম্রাট অশোকের পুত্র কন্যা মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রার কথা সকলেই জানেন, পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। সিংহলের (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) প্রাচীন রাজধানী অনুরাধাপুরে বৌদ্ধযুগে বিরাট হাসপাতাল ছিল এবং আশ্চর্য হতে হয় এই ভেবে বর্তমান কালের মতই আধুনিক পদ্ধতিতে সমস্ত চিকিৎসা করা হত।

খৃষ্টপূর্ব যুগে ভারতের আসন সর্বোচ্চ ছিল। বর্তমানকালের ভাষায় যাকে বলা হয় তৃতীয় বিশ্ব, সেই অবস্থা খৃস্টপূর্ব যুগে ইউরোপ আমেরিকার ছিল। নালন্দার শিক্ষা ও সংস্কৃতি শুধু ভারত নয়, ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তিব্বত থেকে শুরু করে চীন, এশিয়া মাইনর সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠেছিল। হারুণ-অল-রসিদ অত্যন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দুজন পণ্ডিতকে নালন্দায় পাঠান এবং তাঁরা চরক ও সুশ্রুতসংহিতা পারসিক ভাষায় অনূদিত করে পারস্যে নিয়ে যান। ভারত থেকেই চিকিৎসাশাস্ত্র প্রথমে এশিয়া মাইনরে প্রচলিত হয়, তারপর রেনেসাঁসের সময় এশিয়া মাইনর থেকে পাশ্চাত্য দেশে প্রবাহিত হয়। সেখানে পরবর্তীকালে ভারতীয় চিকিৎসাপদ্ধতির উন্নতি ও পরিবর্তন করে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের সৃষ্টি হয়।

ভারতবর্ষ' যে সে সময়ে শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু ছিল, তা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ, ফা হিয়েন, হুয়েন সাং প্রভৃতির জীবনাদর্শ থেকে অনায়াসে বোঝা যায়।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মৃত্যু ঘটতে শুরু করে মুসলমান শক্তির আধিপত্যের সঙ্গে। মুহম্মদ ঘোরী, ইব্রাহিম লোদী বা বাবর যখন ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেন, তখন ইসলাম ধর্মেরও প্রচার ও প্রসা বিস্তার আরম্ভ করেন। হিন্দু যুগের শিক্ষা সংস্কৃতিকে কবরস্থ করে, ভারতে প্রসারিত করেন উদ সাহিত্য ও সংস্কৃতি। সংস্কৃত ভাষার অপমৃত্যু ঘটে মুসলমান শক্তি সহিংসপদ্ধতিতে ভারতবর্ষকে জন করেন, তাই কোনদিনই ভারতের মানুষের ভালবাসা শ্রদ্ধা লাভ করতে পারেননি।

ভারতে তখন খৃস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার যে মিশনারী পদ্ধতি তা হুবহু বৌদ্ধ পদ্ধতিতে স্নেহ ভালবাসা চিকিৎসা অর্থনৈতিক উন্নতি বিকাশ ঘটিয়ে স্থানীয় মানুষদের ধর্মান্তরিত করতে শুরু করেছিল। খুব সহজেই এই ধর্মান্তরিত করণ সফল হয়।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী যখন ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন, তখন ভারতের মানুষের মনে বঞ্চনার ক্ষোভ, দারিদ্রের জলন, বৃটিশ রাজশক্তির অত্যাচারে জর্জরিত। গান্ধী অনুভব করেন সমস্ত ভারতবাসীকে একত্র করে বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গেলে সশস্ত্র এবং সহিংস আন্দোলন সম্ভব নয়। তার পূর্বে সিপাহী বিদ্রোহ এবং অন্যান্য সশস্ত্র বিদ্রোহ অতি সহজেই বৃটিশ শক্তি পরাজিত করে। মহাত্মা গান্ধী অনুভব করলেন, বিনা অস্ত্রে বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গেলে অহিংসাপন্থায় করা শ্রেয়ঃ। গান্ধী ভারতবাসীর চরিত্র বিশ্লেষণ করে অনুভব করলেন একমাত্র বৌদ্ধধর্মকে ভারতবাসী মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী বৌদ্ধধর্মে'র মানবিক নীতির সঙ্গে খৃষ্টধর্মের মিশনারী কার্য'-কলাপ মিশ্রণ করে সৃষ্টি করলেন গান্ধীবাদ। মহাত্মা গান্ধী বৌদ্ধধর্মের অনুসরণে ভারতবাসীর চরিত্রে সাহসি-কথা ও সভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটাতে আরম্ভ করেন।

অনস্বীকার্য যে ভারতের বৈপ্লবিক পটভূমিকায় গান্ধীজীর অহিংসাবিপ্লব ছাড়া ভারতের স্বাধীনতালাভ সম্ভব হত না।

বুদ্ধের নীতি সমসাময়িক রাজনীতিতে প্রতিফলিত এবং প্রতিভাত হয়েছিল বলেই অজাতশত্রুর কাল থেকে হর্ষবর্ধন পর্যন্ত ভারতের সমাজ স্বর্ণোজ্জল। সভ্যতায় কৃষ্টিতে শিক্ষায় শৌর্যে' বীর্যে' পৃথিবীর সর্বোচ্চ আসনে ভারত সমাসীন ছিল। ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় সেই সময়ের রাজা বা সম্রাট নিজে ত্যাগী সন্ন্যাসী, ন্যায়াধীশ এবং দানশীল ছিলেন। সম্রাট অশোক তাঁর রাজকোষের সমস্ত অর্থসম্পদ দান করে, আধখানা আমলকী হস্তমুষ্ঠিতে নিয়ে বলে-ছিলেন এই আমার শেষ অবলম্বন। সেই সন্ন্যাসী-সম্রাটের স্মৃতি শত সহস্র বছর পরেও আজ আমরা শ্রদ্ধা-ভরে স্মরণ করি।

অহিংসাবাদ আপন চরিত্রকে দৃঢ় করে, আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। সেই আত্মবিশ্বাসের সামনে সহিংসবাদী মানুষ তর্ক' করতে পারেন না, কিছুক্ষণ তর্ক করার পরে আপন আত্মবিশ্বাসের অভাবে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য। অহিংসার কাছে কোনও দিনই হিংসা জয়লাভকরতে পারেনি। সহিংস মানুষের আত্মভয় আছে, তাঁর চারিপাশে সিকিউরিটি গার্ড থাকে, কিন্তু যিনি অহিংস মানুষ, তিনি ভয়, ক্রোধ, লোভ মোহ মাৎসর্যের ওপরে অধিষ্ঠান করেন, তিনি সদাসর্বদাই মৃত্যুর মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে থাকেন, ফলে তাঁকে মৃত্যুভয় কোনও দিনই স্পর্শ করতে পারে না। অহিংসার জ্যোতিতে অহিংসা-বাদী মানুষের মুখে এবং দেহে এমন এক জ্যোতির প্রকাশ ঘটে, যার ছটা সহিংসবাদী মানুষ সহ্য করতে পারেন না। সহিংসবাদী মানুষ অহিংসাবাদী মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে অন্ত'স্বন্দের জর্জরিত হন এবং অবশেষে নিজের কাছেই পরাজয় স্বীকার করেন।

প্রত্যেক দেশই নিজেকে শক্তিশালী করে তোলার জন্যে পারমাণবিক বোমা সৃষ্টি করছেন। এই বিধ্বংসী শক্তির ক্ষমতা করায়ত্ত করে নিজেরাই দুর্বলতর হয়ে পড়ছেন। একবার কল্পনা করে দেখুন, প্রত্যেক দেশ নিজের নিজের নিউক্লিয়ার বোমা ফাটানোর বোতাম টিপে দিলেন। সমস্ত দেশই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। প্রত্যেক দেশেরই নিরীহ মানুষ দাম্ভিক ক্ষমতার স্বীকার হয়ে যাবে। ফলে সভ্যতার শিখরে উঠেও মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকারের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে, যারা বোতাম টিপবেন তাঁরাও রেহাই পাবেন না। বুদ্ধনীতির প্রভাব এখনও যদি প্রসারিত না হয়, সমগ্র বিশ্ব বিংশ শতাব্দীর শেষলগ্নে উপস্থিত হবে। দু হাজার শতাব্দীতে প্রাণীহীন পৃথিবী জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

এখনও যদি প্রত্যেক দেশ অহিংসবাদ অবলম্বন করে, তাহলে দশ বছরের মধ্যে সমগ্র পৃথিবী সোনার পৃথিবীতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। যে খরচে একটি আধুনিক পারমাণবিক বোমা তৈরি করা হয়, তার এক চতুর্থাংশ খরচে সমস্ত দেশের শিশুদের স্বাস্থ্য উন্নত করা যায়। প্রত্যেক শিশু ও বয়স্কদের শিক্ষিত করে তোলা যায় এবং প্রত্যেক মানুষ উন্নত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এবং দু হাজার শতাব্দীতে পৃথিবী সোনার পৃথিবীতে রূপান্তরিত হবে।

আজ যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, কেবল হিংসা, মৌলবাদার অন্ধবিশ্বাস এর জন্য দায়ী। বুদ্ধপূর্ণিমার দিন পোখরাণে পারমাণবিক বোমার সফল পরীক্ষণ বা শান্তি দূতের ২৫৬৯ তম আবির্ভাব লগ্নে এই যুদ্ধ উভয় দেশের সাধারণ মানুষ কি চায়? মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষাব্যবস্থার অচল অবস্থা,শিল্পোৎপাদন-কৃষি উৎপাদন তলানিতে, প্রাণহানি, অঙ্গহানি... এই কি একবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার দান? অথচ জাপান যারা বিশ্বে প্রথম পারমাণবিক বোমার শিকার,তারাই এই মারণ অস্ত্র কখনও না বানানোর কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা প্রমাণ করে বুদ্ধের আদর্শ ও নীতি। হিংসা দিয়ে হিংসাকে জয় করা যায় না...

সকলের শুভ বুদ্ধির উদয় হোক, সকলের মঙ্গল হোক। শুভ বুদ্ধপূর্ণিমা শুভেচ্ছা

হলুদ বোঝাই লরিতে গাঁজা পাচারের ছক ভেস্তে দিল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ

উদ্ধার ২৩২ কেজি গাঁজা, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: গাঁজা পাচারের অন্তঃরাজ্য চক্রের হদিস পেল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ প্রশাসন। ঝাড়খণ্ড থেকে পশ্চিমবঙ্গে গাঁজা পাচারের পরিকল্পনা ভেস্তে দিল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। পুলিশের বড়সড় সাফল্যে কলকাতা মুম্বই জাতীয় সড়কের ঝাড়গ্রামের নেতুরা থেকে ২৩২ কেজি ১৪০ গ্রাম গাঁজা-সহ গাড়ির চালককে গ্রেপ্তার করল ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। অভিযুক্তের নাম রমেন সিং। তাঁর বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরে। জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে তল্লাশি অভিযান চালান ঝাড়গ্রামের এসডিপিও শামীম বিশ্বাস ও ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ আধিকারিকরা। শনিবার রাতে ঝাড়গ্রামের নেতুরাতে পুলিশ তল্লাশি অভিযান চালানোর সময় হলুদ বোঝাই লরিতে করে গাঁজা পাচারের ঘটনায় ফিল্মি কায়দায় একজনকে গ্রেপ্তার করে। হলুদ বোঝাই গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ২৩২ কেজি ১৪০ গ্রাম গাঁজা। অভিযুক্তকে রবিবার পেশ করা হয় ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতে। এদিন ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করলে মহামান্য বিচারক ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। ঝাড়গ্রামের এসডিপিও শামীম বিশ্বাস জানান, পুলিশ প্রশাসনের কাছে গোপন সূত্রে খবর থাকায় পুলিশ নেতুরাতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে গাড়ির চালককে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করেছে। কোথা থেকে গাঁজা আসছে এবং কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল গাঁজা তা ইতিমধ্যে তদন্ত করে জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। পাশাপাশি, গাঁজা পাচার চক্রে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখার চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে মামলা রুজু করে পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ প্রশাসন। কাঁচা হলুদ বোঝাই লরিতে লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ গাঁজা। পুলিশি অভিযানে ব্যর্থ হল পাচারের চেষ্টা। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের এই উদ্যোগে খুশি এলাকার মানুষজন।

দিঘা জগন্নাথ ধামে জনসমুদ্র, ভিড় সামলাতে ১০০ সিভিক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, দিঘা: উদ্বোধনের পর থেকেই দর্শনার্থীদের ঢল লেগেই রয়েছে দিঘার জগন্নাথ ধামে। ভিড় সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে পুলিশ থেকে সিভিক ভলান্টিয়াররা। ইতিমধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন থানা থেকে ২০০'র বেশি সিভিক এবং পুলিশ কর্মীকে দিঘায় আনা হয়েছে। তারাই কোনওক্রমে দর্শনার্থীদের ভিড় সামলাচ্ছে। এবার দিঘার জগন্নাথ ধাম ও আশেপাশের ভিড় সামলানোর জন্যই ১০০ সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। ইতিমধ্যে জেলা পুলিশ সুপারের তরফ থেকে সেই বিজ্ঞপ্তি পৌঁছে গিয়েছে দিঘা জগন্নাথ ধাম সংলগ্ন দিঘা থানা ও দিঘা মোহনা থানার কাছে। আবেদনকারী সকলকেই দিঘা ও দিঘা মোহনা থানা এলাকার হতে হবে। আগামী ১৯ তারিখের মধ্যে আবেদনকারীকে স্থানীয় থানায় জমা করতে হবে আবেদন পত্র। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে চলতি মাসেই দিঘা ভোগী ব্রহ্মপুর মৌজায় প্রায় কুড়ি একরের বেশি জমির ওপর অবস্থিত জগন্নাথ ধামের দরজা খুলে গিয়েছে সাধারণের জন্য। এরপর পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকেও মানুষ দিঘার জগন্নাথ ধাম দর্শনে আসছেন। উদ্বোধনের পর থেকেই জনসমুদ্র লেগে রয়েছে দিঘা জুড়ে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি ওড়িশা, ত্রিপুরা, বিহার থেকেও জগন্নাথ দর্শনে মানুষজন আসছেন। মন্দিরের দু'দিকের গেট খুলে দেওয়া হলেও ভিড় নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছে সিভিক থেকে পুলিশ কর্মীরা। প্রথমে সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য ছয় এবং সাত নম্বর গেট খোলা হলেও অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে না পেরে বর্তমানে দুই এবং তিন নম্বর গেটও সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। আগামী কয়েক মাস পরেই দিঘায় হবে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রাও। রথের উচ্চতা পুরীর সমান না হলেও পুরীর ধাঁচে তৈরি করা হয়েছে পৃথক তিনটি রথ। তাই আগামী রথে দিঘায় যে জনসমুদ্র হতে চলেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই জেলা পুলিশ সুপারের তরফ থেকে কেবলমাত্র জগন্নাথ ধাম ও তার আশেপাশের ভিড় ব্যবস্থাপনার জন্য নিয়োগ করা হচ্ছে ১০০ সিভিক। আবেদনকারী সকলকে ন্যূনতম কুড়ি বছর বয়স হতে হবে। এছাড়াও অষ্টম শ্রেণি পাশ হতে হবে আবেদনকারীদের। এনসিসি, এনএসএস, সিভিল ডিফেন্স সহ কম্পিউটারের দক্ষতা থাকলে আবেদনকারীরা অগ্রাধিকার পাবে। এছাড়াও আবেদনকারীর কোনওরকম অপরাধমূলক রেকর্ড থাকা যাবে না। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, ইতিমধ্যে দুটি থানায় বেশ কিছু আবেদন জমা পড়েছে। পরে তাদের সাক্ষাতের জন্য তারিখ এবং জায়গা জানিয়ে দেওয়া হবে।

পূর্ণমকে ফেরানোর জন্য সবরকম চেষ্টা করা হচ্ছে : কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শনিবার সংঘর্ষ বিরতির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভারত ও পাকিস্তান। কিন্তু তারপরেও পাকিস্তান সেই চুক্তি লঙ্ঘন করে সীমান্তে হামলা চালায়। ১৮ দিন পার। কিন্তু এখনও পর্যন্ত খোঁজ নেই ভারতীয় সেনা জওয়ান পূর্ণম কুমার সাউয়ের। এমন পরিস্থিতিতে পাক সেনার হাতে বন্দি পূর্ণম দেশে ফিরতে পারবেন কি না সেই নিয়ে দুশ্চিন্তায় ঘুম উড়েছে তাঁর পরিবারের। পূর্ণমের স্ত্রী এখন শুধু চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলে স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে। শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমি শনিবারই বিএসএফের ডিরেক্টর জেনারেলের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি পূর্ণমকে দেশে ফেরানোর জন্য সবরকম ভাবে চেষ্টা করছেন বলে জানিয়েছেন। আমি রাজনাথ সিংহের সঙ্গেও যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম। প্রধানমন্ত্রীর অফিসেও যোগাযোগ করি। সেখান থেকে একজন আধিকারিকের সঙ্গে কথা হয়। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বিষয়টি জানাবেন বলেছেন। আমরা পূর্ণমের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছি।'

পূর্ণমের স্ত্রী রজনী সাউ বলেন, 'যুদ্ধ যে পুরো থেমে গিয়েছে, সেটা নিশ্চিত ভাবে এখনও আমরা জানি না। ফের পাকিস্তান হামলা করতে পারে। কিন্তু এ সবের মাঝখানে আমার স্বামী আটকে গিয়েছে। কতদিন আর এভাবে চলবে? আমি এ বিষয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলতে চাই। ওনার সঙ্গে কথা বলার জন্য আমি মাত্র ১০ মিনিট সময় চাইছি।'

তিনি আরও বলেন, 'এতদিন হতে চলল আমরা পূর্ণমের কোনও খবর পায়নি। ও কেমন আছে, আমরা কিছুই জানি না। আমি কল্যাণবন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করছি, যাতে তিনি এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন।'

সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত এক শ্রমিকের মৃত্যু

ক্ষতিপূরণের দাবিতে মৃতদেহ রেখে পথ অবরোধ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: সালানপুর থানার দেন্দুয়া রামডি বনজেমারী এলাকার বাসিন্দা সিলিকোসিস রোগী মনিলাল হেমরমের (২৭) মৃত্যু হল রবিবার আসানসোল জেলা হাসপাতালে। মনিলাল হেমরম ঝাড়খণ্ড থেকে এসে রামডি বনজেমারী এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। তিনি সালানপুর দেন্দুয়ার এক বেসরকারি সিরামিক্স কারখানার শ্রমিক ছিলেন। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে সিলিকোসিস রোগীর প্রমাণ পত্রও দেওয়া হয় গত ফেব্রুয়ারি মাসে। নিঃশ্বাস নিতে প্রচুর কষ্ট হওয়ায় দু'দিন আগে তাকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু রবিবার দিন হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। মনিলাল হেমরমের পরিবারে স্ত্রী ও কন্যা সন্তান ছাড়া আর কেউ নেই। মৃত্যুর খবর আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের সদস্যরা ও স্থানীয়রা। পরিবারের স্ত্রী এবং স্থানীয়রা দাবি করেন ওই সিরামিক্স কারখানায় কাজ করার ফলেই সিলিকোসিসি রোগ হয় এবং তার জেরেই তার মৃত্যু হয়। তারা দাবি করেন সরকারি নিয়মমাফিক সিলিকোসিস রোগীদের যে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কথা তা সব দেওয়া হোক। মৃত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণের দাবিতে মৃতদেহ ও মৃত পরিবারের সদস্যদের নিয়ে হাতে স্টপ পলিউশন, স্টপ সিলিকোসিসের ব্যানার নিয়ে আসানসোল চিত্তরঞ্জন রাস্তার দেন্দুয়া মোড়ে পথ অবরোধ করে বিজেপি। পরিস্থিতির সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে সালানপুর থানার পুলিশ। তবে ঘণ্টা খানেক পথ অবরোধ চলার পর ক্ষতিপূরণের আশ্বাসে মৃতদেহ নিয়ে পথ অবরোধ তুলে নেয় বিক্ষোভকারীরা।

বিজেপি নেতা অভিজিৎ রায় জানান, অসহায় শ্রমিকদের পাশে বিজেপি রয়েছে, এখন বর্তমানে পুলিশ প্রশাসন আশ্বাস দেয় মৃতের পরিবারের সদস্যদের নগদ ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে, তার মধ্যে ৫৫ হাজার টাকা দেওয়া হবে ও সিলিকোসিসি রোগীর মৃত্যুর জন্য সরকারি নিয়ম অনুযায়ী যা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কথা সব দিতে হবে।

স্বামীর অকাল মৃত্যুর পর অনিশ্চয়তায় ভরা ভবিষ্যৎ

সন্তানসম্ভবা খুশবুর পাশে দাঁড়ালেন পঞ্চায়েতের উপপ্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: একদিকে সারা বিশ্বে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃ দিবস, মায়ের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান জানানোর দিন। অন্যদিকে, পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরে মাতৃত্বের আরেক অনন্য উদাহরণ হয়ে উঠেছেন খুশবু বিবি। স্বামী মহম্মদ নিশাতের মৃত্যুতে সংসারের সব দায়িত্ব এখন তাঁর কাঁধে। ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা খুশবু আজ নিঃসঙ্গ, অথচ লড়াই থেমে নেই। মাতৃ দিবসে তাঁর এই সংগ্রামের পাশে দাঁড়ালেন পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ও জামালপুর এক গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শাহাবুদ্দিন মণ্ডল। রবিবার তিনি খুশবুর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন, পাশে থাকার আশ্বাস দেন এবং পরবর্তী সময়ে সরকারি সহায়তার ব্যবস্থা করবেন বলেও জানান।

খুশবু বিবি বলেন, 'মাতৃত্বের অর্থ আজ আমি নতুন করে বুঝতে পারছি। স্বামী নেই, সংসার নেই, কিন্তু আমার সন্তানই এখন আমার বেঁচে থাকার একমাত্র কারণ। আমি ওকে সুস্থভাবে জন্ম দিতে চাই, বড় করতে চাই। পাশে যাঁরা দাঁড়াচ্ছেন, তাঁরা যেন ঈশ্বরের দূত।'

মহম্মদ নিশাত, যিনি কিডনি ও লিভারজনিত রোগে ভুগে কিছুদিন আগে মারা যান, ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তাঁর মৃত্যুতে পরিবারটি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বর্তমানে খুশবু বিবির নিজের বাড়ি বলতে কিছু নেই, আর্থিক অবস্থাও দুর্বল।

উপপ্রধান শাহাবুদ্দিন মণ্ডল বলেন, 'মাতৃ দিবসে খুশবুর মতো একজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলার পাশে দাঁড়াতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত স্তরে যা সাহায্য করা যায়, করব।'

গ্রামের অনেকে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'মাতৃত্বের মর্যাদা শুধু ফুল-চকলেট দিয়ে নয়, এমন বাস্তব পরিস্থিতিতে পাশে দাঁড়িয়ে দেওয়াই আসল শ্রদ্ধা।'

রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন সিউড়ি: মেঘমল্লার অল ইন্ডিয়া কালচারাল একাডেমীর উদ্যোগে সিউড়ি রবীন্দ্র সদনে আয়োজিত হল রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা 'মেঘমল্লারে ডমরু বাজে'। সুরভী নৃত্যায়ণ, মানসী নৃত্য কলাকেন্দ্রম, দেবাঞ্জলী নৃত্যাঙ্গণ এবং নৃত্যম কলা কেন্দ্রের সহযোগিতায় রবীন্দ্রসদন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে।

সজলধারা প্রকল্পের পাইপ নিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশীর সংঘর্ষে আহত ১২

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরের পাড়াতল ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীমানপুর সংলগ্ন এলাকায় রবিবার সকালে সজল ধরা প্রকল্পের পাইপলাইন নিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীর দুই পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গুরুতর আহত হয় দুই প্রতিবেশীর মোট ১২ জন। তাদের মধ্যে গুরুতর আহত তিনজনকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। দুই পক্ষের আহতরা জামালপুর হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর পর জামালপুর থানাতে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করে। আহত সোমনাথ বাগ জানিয়েছেন, তার বাড়িতে সজলধারা প্রকল্পের জলের পাইপ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল মাটির নিচ দিয়ে। সেইমতো গত ২০ দিন আগে কাজ চলাকালীন প্রতিবেশী গৌতম আড়ি বাধা দিয়ে জানায় তাদের জমির ওপর দিয়ে পাইপ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এর পরেই সিদ্ধান্ত হয় আমিন দিয়ে জমির মাপ করা হবে। কিন্তু ২০ দিন পার হলেও তারা কোনো উচ্চবাচ্য না করায় তিনি বাধ্য হয়ে তাদের জিজ্ঞাস করলে তারা স্পষ্ট জানায় কোনও রকম মাপ হবে না। ওটা তাদেরই জমি। এর পরেই সোমনাথ বাবু ফের কাজ শুরু করলে রবিবার সকালে হঠাৎ করে গৌতম আড়ি ও উত্তম আড়ি ও তাদের পরিবারের লোকজন তাদের ওপর হামলা চালায়। এর পরেই দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। দুই পক্ষই প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে।

বই প্রকাশ সাহিত্য পরিষদে

নিজস্ব প্রতিবেদন সিউড়ি: বীরভূম সাহিত্য পরিষদের মুখ পত্র 'নব পর্যায়ে বীরভূমী ৫০ পেরিয়ে' আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান তথা প্রাক্তন ফার্স্ট সেক্রেটারি হাইকমিশন অফ ইন্ডিয়া মালদ্বীপ এর অধ্যাপিকা সৈয়দ তানভীর নাসরিন। রবিবার বীরভূম সাহিত্য পরিষদের শতবার্ষিকী হলে জেলার সমস্ত কবি সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে এই বই উন্মোচিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বীরভূম সাহিত্য পরিষদের সভাপতি শান্তি কুমার মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতিদ্বয় ড. বাদল সাহা এবং ড. পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক সরোজ কর্মকার বলেন, বীরভূম সাহিত্য পরিষদের কবি সাহিত্যিকদের আরো উৎসাহ দিতে এবং তরুণদের সুযোগ করে দিতে এ ধরনের অনুষ্ঠান আরও করা হবে।

স্ত্রীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: স্ত্রীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে কোদালিয়া এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রিয়নগর দক্ষিণ এলাকায়। কাজে গিয়েছিলেন স্ত্রী। সেখান থেকে তাঁকে ডেকে এনেছিলেন স্বামী। ঘরে আসতেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁর উপর। এরপর স্ত্রীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম ঝর্ণা ঘোষ (৫৮)। অভিযুক্ত স্বামী ও তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। তাঁর নাম উজ্জ্বল শীল (৬৫)। ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় তিন বছর ধরে স্বামীর সঙ্গে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন ঝর্ণা দেবী। পেশায় তিনি একজন আয়া হিসেবে কাজ করতেন। সেই উপার্জনেই সংসার চালাতেন।

বাড়ির মালিক জানান, রাতে হঠাৎ উজ্জ্বল শীলের শরীর খারাপ হলে তিনি বিষয়টি জানিয়ে দেন ঝর্ণা দেবীকে। কাজ থেকে ফিরে তিনি স্বামীর খোঁজ নিতে ঘরে ঢোকেন। অভিযোগ, উজ্জ্বল তখনই ধারালো অস্ত্র নিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এরপর এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকেন বলে দাবি। রক্তাক্ত অবস্থায় ঝর্ণা দেবী তার প্রথম পক্ষের ছেলেকে ফোনে বলেন, 'আমাকে কুপিয়ে দিল।' এরপরই পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পান। সঙ্গে-সঙ্গে পুলিশে খবর দেন। চুঁচুড়া থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঝর্ণা দেবীকে উদ্ধার করে চুঁচুড়া ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অভিযুক্তকে পুলিশ আটক করেছে। এলাকাটি ঘিরে রেখে তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম আতঙ্ক ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রতিবেশীদের অনেকে বলেন, 'এত নৃশংসভাবে কেউ তার স্ত্রীকে খুন করতে পারে, সেটা ভাবতেই পারছি না।'

নববিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে বৃক্ষরোপণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শনিবার সম্পন্ন হয়েছে বিয়ে। রবিবার সকালে স্ত্রীকে নিয়ে ফেরা হয়েছে বাড়ি। তবে প্রীতিভোজের কোনও অনুষ্ঠান হবে না বাড়িতে। তাই নববধূকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করাতে স্ত্রীকে নিয়ে রবিবার বিকালে মাঠে হাজির হলেন কাঁকসার পলাশডাঙার বাসিন্দা কিশোর চৌধুরী। এই কিশোর চৌধুরী এলাকার খুদেদের নিয়ে কয়েক বছর আগে শুরু করে একটি ট্রেনিং ক্যাম্প। সেই ক্যাম্পে খুদে ও কিশোর কিশোরীদের কাবাডি, জিমনাস্টিক সহ বিভিন্ন খেলাধুলোর প্রশিক্ষণ দেন। এছাড়াও তাদের বিনামূল্যে লেখাপড়ার কোচিং দেন। সকলেই প্রায় জেলা ও মহকুমা স্তরে ভালো ফল করেছে। প্রীতিভোজের অনুষ্ঠান হবে না তাই তার ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে তার স্ত্রীকে পরিচয় করাতে স্ত্রীকে নিয়ে হাজির হন খেলার মাঠে। সেখানে সমস্ত শিক্ষার্থীদের হাতে খাতা, পেন, তুলে দেওয়ার পাশাপাশি তাদের মিষ্টিমুখ করান কিশোর চৌধুরী ও তার স্ত্রী। পাশাপশি তাদের সঙ্গে মাঠের চার পাশে বেশ কয়েকটি বৃক্ষরোপণ করেন।

কিশোর চৌধুরী জানিয়েছেন, তরুণ প্রজন্ম আজ মোবাইলে আসক্ত। তাদের মোবাইলের নেশা থেকে দূরে সরিয়ে মাঠে আনতে পেরেছেন। এটাই তার কাছে বড় সাফল্য। ছোট থেকেই খেলাধুলার প্রতি বেশ আগ্রহ তার। তাই এলাকায় কিশোর কিশোরীদের মাঠমুখী করতে শুরু হয় তার বিনামূল্যে কোচিং। বিবাহিত জীবন শুরুর আগে তার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আনন্দ করতে এদিনের এই অনুষ্ঠান।

E-TENDER

E- Tender are invited by the Prodhan, **Chanderghat Gram Panchayat** (Under Tehatta-1 Panchayat Samity), Chanderghat, Nadia. **NIET NO. 1/15th CFC FUND (TIED)of CGP of 2025-26, 2/15thCFC FUND (UNTIED)of CGP of 2025-26,** Last date of submission **16.05.2025 upto 6p.m.** visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Chanderghat Gram Panchayat.

TENDER

Sealed tender are invited by the Prodhan, **Raghunathpur Gram Panchayat** (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Vill+ P.O.- Raghunathpur, Nadia. **NIT No. 14, Memo No. RGP/70, Dated- 08.05.2025** Last date of application **14.05.2025 up to 4p.m.** For details, please contact the Office.

Sd/- Prodhan,
Raghunathpur Gram Panchayat.

PUBLIC NOTICE

This is to bring to the notice of the general public that one ID Card of Mr Shyamal Kar issued by ICICI Bank ltd, having ID card no. 2525633 has been found missing and/or lost on 10.05.2025. Anyone, who finds the said ID card, is requested to return the said ID card to the Manager Debt Services & Management Group, ICICI Bank Limited, BP-4, Zone B, Technopolis Building, 10th Floor, Sector V, Salt Lake, 700 091, West Bengal.

Therefore, all the customers of ICICI Bank Limited are hereby notified not to make any payment to any unauthorised person holding the said ID card no 2525633.

Please take further notice that anybody making payment to any person holding the said ID card shall do so at his/her own costs, risk and peril and ICICI Bank shall not be bound and/or responsible for any payment.

S/D For ICICI Bank Limited,
Date : 12.05.2025, Place- Kolkata

প্রখর রোদেও দায়িত্ব পালন করে যান ট্রাফিক কর্মীরা, তাদের স্বস্তি দিতে পুলিশের অভিনব উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী দিন যত এগোবে তাপমাত্রা ততই বৃদ্ধি পাবে। মূলত এই তাপমাত্রার মধ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে খোলা আকাশের নীচে কাজ করতে হয় ট্রাফিকে কর্মরত কর্মীদের। এবার ট্রাফিক কর্মীদের শরীর যাতে সুস্থ থাকে তারা স্বাভাবিকভাবে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে পারে সেই কথা মাথায় রেখে রবিবার অভিনব উদ্যোগ নিল নদিয়ার রানাঘাট জেলা ট্রাফিক পুলিশ। মূলত তাদের সুস্থতা রাখার তাগিদে, একটি বড় ছাতা, জলের বোতল, মুখ পরিষ্কার করার জন্য একটি ছোট রুমাল সহ একাধিক দ্রব্য ট্রাফিক কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হল। উপস্থিত ছিলেন রানাঘাট জেলা পুলিশের ট্রাফিকের ডিএসপি সঞ্জয় কুমার। উপস্থিত ছিলেন শান্তিপুর ট্রাফিক ওসি দীপক সিকদার সহ অন্যান্য পদাধিকারী। রবিবার শান্তিপুর থানা এলাকার মোট ২৮ জন ট্রাফিক কর্মীকে এই দ্রব্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই ট্রাফিক জেলা পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে কর্মরত কর্মীরা। মূলত প্রখর রোদ্দুর কখনো আবার প্রবল ঝড় বৃষ্টি প্রতিটা ক্ষেত্রেই ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকা থাকে অনবদ্য। দুর্ঘটনা থেকে মানুষকে সচেতন করতে এছাড়াও নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে করে যান দায়িত্ব পালন। সেই সকল ট্রাফিক কর্মীদের একটু স্বস্তি দেওয়ার জন্য জেলা ট্রাফিকের তরফে নেওয়া হয় এহেন উদ্যোগ।

খুনের ঘটনার পুনর্নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: ভাতারের পালার গ্রামে গৃহবধূকে খুনের অভিযোগে ধৃত স্বামীকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করল ভাতার থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত, গত ৫ তারিখে ভাতারের পালার গ্রামের এক গৃহবধূ খুন হন।

পুলিশ তদন্তে নেমে ৬ তারিখে তার স্বামী বিজয় দাসকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠায়। এরপর সাতদিনের পুলিশ হেপাজতে নেয় তাকে। পুলিশ প্রাথমিকভাবে জানতে পারে যে ওই গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে খুন করেছে তার স্বামী। রবিবার বিজয় দাসকে নিয়ে এই খুনের ঘটনার পুনর্নির্মাণ করার জন্য তার বাড়িতে নিয়ে যায় পুলিশ। কিভাবে সে স্ত্রীকে খুন করেছিল তা পুনরায় করে দেখায় পুলিশকে।

ট্রাম্পের থেকেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বেশি শক্তিশালী ও জনপ্রিয়, আরামবাগে মন্তব্য শমীক ভট্টাচার্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের থেকেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অনেক বেশি শক্তিশালী এবং জনপ্রিয়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এই ভাবেই ভারতবর্ষ যে শক্তিশালী দেশ সেই বিষয়ে বার্তা দিলেন বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য। রবিবার আরামবাগে আসেন তিনি। এদিন আরামবাগের দৌলতপুরের দলীয় কার্যালয়ে 'এক দেশ এক নির্বাচনক্ষ্ম কর্মসূচি হয়'। এই কর্মসূচির প্রধান বক্তা ছিলেন বিজেপি নেতা তথা বিজেপির মুখ পাত্র শমীক ভট্টাচার্য। কর্মসূচি শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল, ট্রাম্প সরকারের চাপেই কি মোদি সরকার যুদ্ধ বিরতিতে সম্মতি দেয়? এর উত্তরেই তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মোদি সরকারের শক্তি ও জনপ্রিয়তার কথা তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন, কূটনৈতিক ব্যবস্থা বুঝতে হবে। কিছু রাজনৈতিক দল ভারতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। তারা এই ধরনের কথা বলছে। ভারতের নাগরিকরা অনেক বেশি সচেতন ও দায়িত্বশীল। তারা এই ধরনের মন্তব্য করবে না। আবারো আক্রমণ হলে প্রতিহত করবে ভারত। আসলে সন্ত্রাসবাদ তৈরি হচ্ছে কেন। সেই বিষয়ে সচেতন হতে হবে। এই যে, মুর্শিদাবাদের ছোট ছোট ছেলেরা পাথর ছুঁড়ল। তাদের তো মাঠে ফুটবল খেলার কথা। মাঠে ক্রিকেটের ব্যাট হাতে খেলার কথা। তাদের কে তৈরি করল। পশ্চিমবঙ্গে যেটা হচ্ছে সেটা নিয়ে আগে ভাবতে হবে। 'এক দেশ, এক ভোট' কর্মসূচি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভোটের সময় নিরাপত্তা জনিত সমস্যা যাতে না হয়, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বারবার যাতে নির্বাচনের সময় কাজে লাগাতে না হয় তার জন্য এক দেশ এক নির্বাচন প্রয়োজন। যার এটাকে স্বৈরাচারী বলছেন তারা মানুষের কথা শুনুন। নির্বাচনের নামে সারা বছর প্রশাসনকে ব্যস্ত রাখা হয়। এটা বন্ধ হওয়া উচিত। বার বার নির্বাচনের জন্য সরকারি পরিকাঠামো ধ্বংস হয়। নির্বাচনের বহু টাকা ব্যয় কমাতে হলে এক দেশ এক নির্বাচন দরকার। সবমিলিয়ে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার পাশাপাশি বিজেপি শুরু করল জনমত গঠনের চেষ্টা।

বৃহন্নলাদের সাংবাদিক বৈঠক, অভিযোগ নানা অপরাধমূলক কাজ সহ তথ্য পাচারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: ভারত পাকিস্তান সংঘর্ষের ভেতরই গুরুতর অভিযোগ বৃহন্নলাদের একাংশের। অভিযোগ বাংলাদেশ থেকে ছেলে নিয়ে এসে তাদের বৃহন্নলা সাজিয়ে নানান অপরাধমূলক কাজ করানো হচ্ছে। পাচার সহ ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অবৈধ উপায়ে বিভিন্ন মাদকদ্রব্য নিয়ে এসে ব্যবসাও চালানো হচ্ছে সীমান্তবর্তী এলাকা জুড়ে। এমনই মারাত্মক অভিযোগ তুলে সোচ্চার হল বৃহন্নলাদের একাংশ। শুধু তাই নয় সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে বৃহন্নলার ছদ্মবেশে কোনও জঙ্গি বা দাগী অপরাধীরা ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে কি ভারতে ঢুকছে?

রবিবার বারাসাতের একটি সাংবাদিক বৈঠক করে বৃহন্নলাদের একটি সংগঠন। সেখানে তারা অভিযোগ করেন, বাংলাদেশ থেকে ভারতে ছেলে নিয়ে এসে তাদের মেয়ে সাজিয়ে নামানো হচ্ছে এই ব্যবসায়। আর এর ফলেই বংশ পরম্পরায় চলে আসা বৃহন্নলাদের সংগঠনের সদস্যরা পড়ছেন চরম সমস্যা। তা নিয়েই এদিন প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন প্রায় ৫০ থেকে ৬০ জনের প্রতিনিধি দল। তাদের আরও অভিযোগ, লোকাল ট্রেন সহ বিভিন্ন জায়গায় তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের সাজ সেজে অবৈধভাবে টাকা তুলছেন। এমনকী নানা সময়ে সাধারণ মানুষজনের উপর টাকা না দেওয়ায় সম্মানহানিকর কথাবার্তাও বলছেন। অনেক সময় বিবাদেও জড়িয়ে পড়ছেন এই ধরনের বৃহন্নলাদের একাংশ। এখানেই শেষ নয়, ভারত বাংলাদেশ সীমান্তদিয়ে অবৈধ উপায়ে বিভিন্ন মাদকদ্রব্য নিয়ে এসে ব্যবসাও চালানো হচ্ছে সীমান্তবর্তী এলাকা জুড়ে বলে অভিযোগ। এই ধরনের একাধিক অভিযোগ জানিয়ে এদিন প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বারাসাত থানায় লিখিত অভিযোগ জানালেন জেলার বৃহন্নলা সংগঠন হেমা মাসির দল। তিনি জানান, জেলা জুড়ে প্রায় দু'হাজার সদস্য রয়েছে তাদের সংগঠনের। তবে বর্তমানে জেলা জুড়ে বৃহন্নলা সাজে ট্রেন বাস সহ বিভিন্নভাবে সাধারণ মানুষের উপর জোর জুলুম চালিয়ে টাকা আদায় করছেন এক শ্রেণির বৃহন্নলারা। ফলে প্রকৃত বৃহন্নলারা আর্থিকভাবে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। আর এর জেরে রোজগারও কমেছে অনেকাংশে। অবৈধভাবে বাংলাদেশি ও এমনকি পাকিস্তানিদের ভারতে নিয়ে এসে যুদ্ধ আবহে ভারতের গোপন তথ্য বাইরের দেশে পাচারেরও আশঙ্কা প্রকাশ করছেন তারা। এই ধরনের নানা অভিযোগ তুলেই প্রশাসনকে অবিলম্বে বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন।

রোগীদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা ওষুধ, সেবালয় খুললেন স্বয়ং চিকিৎসক বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: রোগীদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা, ওষুধের ব্যবস্থা করে মানবিকতার অনন্য নজির গড়লেন বসিরহাটের দক্ষিণের বিধায়ক। দুঃস্থ রোগীর চিকিৎসা জন্য খ ুললেন 'সেবালয়'। বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক চিকিৎসক ডাঃ সপ্তসী বন্দোপাধ্যায় ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের খাদ্যের কর্মধ্যক্ষ সাহানুর মণ্ডলের যৌথ উদ্যোগে ইতিমধ্যেই সাড়া পড়ে গেছে বসিরহাট জুড়ে। এই 'সেবালয়' এর মাধ্যমে বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকের ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতে, বসিরহাট ও বাদুড়িয়া দুটি পুরসভায় প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ বিনামূল্যে পরিষেবার পাবেন। ক্যানসর, থ্যালাসেমিয়া, চোখ, গ্লুকোমা, হার্ট অপারেশন, গলব্লাডার সহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত মানুষেরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। সেখানে তাদের কোনও অর্থ দিতে হবে না, এমনই জানালেন বিধায়ক সপ্তসী বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আরও বলেন, দুটি পুরসভা প্রতিটি পঞ্চায়েতের মাসের চার দিন রোগীদের চিহ্নিত করা হবে, তারপর সরাসরি ক্যাম্পে এনে নামী চিকিৎসকদের দিয়ে সঠিক রোগ নির্ণয় করে কলকাতা আরজিকর, নীলরতন হসপিটাল সহ নামী সরকারি হাসপাতালগুলোতে রেখে চিকিৎসা করা হবে। এমনকী বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হবে। এই পরিষেবা আগামী ৮ মাস ধরে দেওয়া হবে। পুরসভা পঞ্চায়েতের প্রত্যন্ত গ্রামে মেডিক্যাল ক্যাম্প করা হবে। সেখ ানে অত্যাধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করে তাদের সঠিক চিকিৎসাও করা হবে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মধ্যক্ষ শাহানুর মণ্ডল বলেন, প্রতিটা পঞ্চায়েতে প্রধান, উপপ্রধান পঞ্চায়েত সদস্য তাদের ইতিমধ্যে প্রচার রিপ্লেট করে এলাকায় ছড়ানোর কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিটা গ্রামে ও পুরসভায় শিক্ষিত যুবক যুবতীদের এই কাজে লাগিয়ে রোগীদের চিহ্নিত করে মেডিক্যাল ক্যাম্পমুখী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী ৫ জুন সংগ্রামপুরে প্রথম মেডিকেল ক্যাম্প শুরু হবে।

ঠাকুরের মূর্তি বিসর্জন দিতে এসে তলিয়ে গেল কিশোর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মহানন্দা নদীতে শিব ঠাকুরের মূর্তি ভাসাতে এসে তলিয়ে গেল এক কিশোর । রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা পুরসভার সদরঘাট এলাকার মহানন্দা নদীর ঘাটে। এই ঘটনার পর বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা স্থানীয় মাঝিদের সাহায্য নিয়ে ওই কিশোরের খোঁজ শুরু করে। বিকেল পর্যন্ত অনেক খে াঁজাখুঁজির পর ওই কিশোরের সন্ধান মেলেনি বলে স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিখোঁজ কিশোরের নাম আস্তিক রায় (১৮)। তার বাড়ি পুরাতন মালদা পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের মঙ্গলবাড়ি গান্ধি কলোনি এলাকায়। বাড়ির পুরনো একটি শিব মূর্তি ওই কিশোর এদিন বন্ধুদের সঙ্গে সদরঘাট এলাকার মহানন্দা নদীতে ভাসাতে নিয়ে যায়। এরপরই শিব মূর্তি নদীতে ভাসানোর সময় গভীরে চলি যায় সে। এই ঘটনার পর স্থানীয় কিছু মানুষ নদীতে তলিয়ে যাওয়া কিশোরের খোঁজ শুরু করে। পরে পুলিশ এবং বিপর্যয় মোকাবিলার কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসে। তাঁরা স্পিড বোটের মাধ্যমে মহানন্দা নদীতে তলিয়ে যাওয়া কৃষকের খোঁজ শুরু করে।

পাট খেতে বধূকে একা পেয়ে ধর্ষণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: পাট খেতে বধূকে একা পেয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল গ্রামেরই এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। বসিরহাটের স্বরূপনগর থানার বাঁকড়া গোকুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় বাঁকড়া এলাকার ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর ৩২ এর গৃহবধূ শনিবার সকালে স্থানীয় একটি বিল বল্লির মাঠে পাট নিংরাতে গিয়েছিল। সেই সময় পাশের গ্রামের আমিরুল গাজী নামক বছর ৪৩ এর এক ব্যক্তি পেশায় কৃষক ওই গৃহবধূকে একা পেয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর ওই মহিলা বাড়ি ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং সমস্ত ঘটনা সে তার বাবাকে জানালে তার বাবা স্বরূপনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ওই মহিলাকে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নির্যাতিতার বাবা, আমিরুল গাজীর বিরুদ্ধে স্বরূপনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

অভাগা পিতার অর্ধাহারে বিয়োগ, চিকিৎসা শুশ্রুষা তো অনেক দূর!

সুদীপ মহাপাত্র ● দুর্গাপুর

মারা গেলেন সুবোধ রঞ্জন আচার্য, ৮১ বছর বয়েসে। বার্ধক্য, একাকীত্ব, অর্থসংকটে বেশ কয়েকবছর কাটছিল তাঁর, পাড়ার লোকজন যেটুকু পারতেন দেখতেন আর একঠিকা কাজের লোক ও তাঁর ছেলে হাসপাতালে নিয়ে গেছিল ঠিকই সুবোধবাবুকে কিন্তু ইদানিং ডিমেনশিয়াতে ভুগছিলেন আর হাসপাতালেও যেতে রাজি হননি।

বিগত পনেরো দিন ধরে তাঁর বাড়ির একতলায় গেটের কাছেই পড়ে থাকতেন। রবিবার সকালে পরিচারিকা অর্চনা ঘোষাল এসে দেখেন নিথর হয়ে পড়ে রয়েছেন তাঁর নিজের বাসস্থানে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার এলাকায়। পুলিশ, পাড়া পড়শি, সমাজ কর্মীরা গিয়ে মৃত সুবোধবাবুকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। গল্পটা এখানেই শেষ হলে ভালো হত, কিন্তু পরিচারিকা বা সমাজ কর্মী পরিমল আগস্থীর কথায় এক সামাজিক বা পারিবারিক দায়বদ্ধতা প্রশ্নের মুখে আজ। কোনো বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব সুবোধ বাবু ছিলেন না। দুর্গাপুরে মিশ্র ইস্পাত কারখানায় কর্মী ছিলেন। অবসরের পর যৎসামান্য পুঁজি নিয়ে বাকি জীবন পাড়াপড়শি, ছেলে, সংসার নিয়ে কাটাবেন ভেবেছিলেন। কিছু বছর ভালো কাটলেও, একেক করে মানুষ যোগাযোগ কমিয়ে দেয় সময়ের অভাবে।

পুরোদস্তুর সংসার ধর্ম পালন করা সুবোধ বাবুর ছেলেও দুরত্ব বাড়ায় পিতার থেকে। সূত্রের খবর সেই পুত্র রেলের বড় কর্মচারী, থাকেন বালি শহরে এক বিলাস বহুল ফ্ল্যাটে. তার অর্থাভাব না থাকারই কথা, না নেই। পরিচারিকার কথায় মাসে কিছু সামান্য টাকা পাঠাতেন বাবার খরচ বা পরিচারিকার মাইনে বাবদ ..কিন্তু তাতে দশদিন চলত, বাকি মাস অর্ধাহারে কাটত দিন সুবোধ বাবুর।

সমাজ সেবক পরিমল আগস্থী জানান, পাড়ার লোকজন বহুবার ছেলেকে আসতে বলা সত্ত্বেও আসেনি সে, অগত্যা পাড়ার কিছু সহৃদয় মানুষ কিছু পরিচিতরা সেই কোভিড থেকেই শুশ্রুষা করে চলেছেন। আর তাঁর নিজের তৈরি করা সংসারের প্রতিষ্ঠিত প্রিয় ছেলের অবজ্ঞা থেকে হতাশা, গ্লানি আর একরাশ কষ্ট নিয়ে চলে গেলেন সুবোধ বাবু। সামাজিক অবক্ষয়ের আরেক চিত্র উঠে এল খবরের পাতায়।

ট্রাক্টর ভাড়া দেওয়ার নাম করে বিক্রি করার অভিযোগ, গ্রেপ্তার ১, উদ্ধার ৭টি ট্রাক্টর

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুরিয়া: জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে ট্রাক্টর ভাড়া দেওয়ার নাম করে এনে সেগুলি বিক্রি করার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল জামুরিয়া থানার পুলিশ।

আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের জামুরিয়া থানার চুরুলিয়া ফাঁড়ি এলাকায় এক ব্যক্তি ট্রাক্টর ভাড়াতে নিয়ে পরে নকল কাগজপত্র তৈরি করে সেগুলিকে বিক্রি করার অভিযোগে গ্রেপ্তার। জামুরিয়া থানার অন্তর্গত শ্রীপুর ফাঁড়ি এলাকার বাসিন্দা সুমিত কুমার নামে এক যুবক জামুরিয়া বারুল গ্রামের বাসিন্দা আশিস কুমার মণ্ডলের কাছ থেকে প্রতি মাসে ১২,০০০ টাকা ভাড়ায় একটি ট্রাক্টর ভাড়া নিয়েছিলেন। সুমিত কুমার দুই-তিন মাস ধরে আশিস মণ্ডলকে প্রতি মাসে ১২০০০ টাকা দিতেন, এরপর তিনি বিভিন্ন অজুহাতে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেন এবং ধীরে ধীরে সুমিত কুমার তার ফোনও বন্ধ করে দেন। এরপর আশিস কুমার মণ্ডল জামুরিয়া থানায় সুমিত কুমারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে জামুরিয়া থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং শ্রীপুর ফাঁড়ি এলাকা থেকে সুমিত কুমারকে গ্রেপ্তার করে। চলতি মাসের ৮ তারিখে জামুরিয়া থানার পুলিশ সুমিত কুমারকে আদালতে হাজির করে, যেখানে জামুরিয়া থানার পুলিশ আদালতে তার চার দিনের রিমান্ডের আবেদন করে। এরপর জামুরিয়া থানার পুলিশ সুমিত কুমারের কাছ থেকে মোট ৭টি ট্রাক্টর উদ্ধার করে। এই বিষয়ে জামুরিয়া থানায় একটি সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ডিসি সেন্ট্রাল ধ্রুব দাস ঘটনাটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেন। এই সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডিসি সেন্ট্রাল ধ্রুব দাস, এসিপি সেন্ট্রাল ২ বিমান কুমার মির্ধা, সিআই সুশান্ত চ্যাটার্জি, জামুড়িয়া থানার ইনস্পেক্টর সৌমেন্দ্রনাথ সিং ঠাকুর প্রমুখ।

নৃসিংহ চতুর্দশীতে মায়াপুর ইসকনে মহা অভিষেক সম্পন্ন হল নৃসিংহ দেবের।

মুর্শিদাবাদের সীমান্ত লাগোয়া গ্রামে ড্রোন উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার দুর্গাপুর-বরোজডিহি গ্রামে শনিবার রাতে একটি ড্রোন উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারত-পাক যুদ্ধের আবহে বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া এলাকা থেকে ড্রোন উদ্ধার হওয়ায় এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ জানায়, শনিবার রাতে সামশেরগঞ্জ থানার নিমতিতা পঞ্চায়েতের দুর্গাপুর-বরোজডিহি গ্রামের কয়েক জন যুবক গরম থেকে রেহাই পেতে মাঠের মধ্যে বসে গল্প করছিলেন। সেই সময়ে পলাশ মণ্ডল নামে এক যুবক ভুট্টার জমির পাশে একটি ড্রোন পড়ে থাকতে দেখেন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ওই ড্রোন বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়।

জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার অমিত কুমার সাউ বলেন, 'ড্রোনটি পরীক্ষা করার জন্য বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এখন উদ্ধার হওয়া ড্রোনটি স্থানীয় এক বাসিন্দার বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। কিন্তু কোনও উদ্দেশ্যে তিনি ওই ড্রোন ওড়াচ্ছিলেন তা জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টা করা হবে। আপাতত বিএসএফের কাছে ওই ড্রোন রয়েছে। বিএসেএফের পাশাপাশি গোটা বিষয়টি পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।'

বাস ও ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত বেশ কয়েকজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বাস ও ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত বেশ কয়েকজন। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত চকভৃগু এলাকার ঘটনা।

স্থানীয় সূত্র জানা গিয়েছে, নালাগোলা থেকে বালুরঘাটের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল একটি যাত্রী বোঝাই বাস। সেই সময় উল্টো দিক থেকে আসা একটি ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রী বোঝাই বেসরকারি বাসটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনায় আহত হন বাস ও ডাম্পারের চালক-সহ প্রায় ৬-৭ জন যাত্রী। যার মধ্যে বাস চালক এর অবস্থা গুরুতর। অন্যদিকে, দুর্ঘটনার বিষয়টি সামনে আসতেই তড়িঘড়ি আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় বালুরঘাট সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য। বাস ও ডাম্পারের সংঘর্ষের ফলে কিছুক্ষণের জন্য আটকে পড়ে যান চলাচল। পরবর্তীতে পুলিশের উপস্থিতিতে স্বাভাবিক হয়ে পরিস্থিতি, শুরু হয় যান চলাচল। পাশাপাশি দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটোকে ঘটনাস্থল থেকে বালুরঘাট থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মূলত ডাম্পারের চালক মদ্যপ অবস্থায় থাকার ফলে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলেই প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। যদিও পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে।

এ বিষয়ে স্থানীয় এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, 'ডাম্পারটি প্রথমে যাত্রী বোঝাই গাড়িটিকে সামনের দিকে ধাক্কা মারে। যার ফলে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। পুলিশ এসে গাড়ি দুটোকে থানায় নিয়ে গিয়েছে।'

দেশ ও জওয়ানদের সুরক্ষায় আদিবাসীদের পুজো

চিত্ত মাহাতো

ঝাড়গ্রাম: সাঁওতালি রীতি অনুযায়ী তাদের সামাজিক পুজো অনুষ্ঠান মাহা মড়ে উপলক্ষে রবিবার সকালে দেশের শান্তি, সেনাদের জয়, সুস্থতা, ও দীর্ঘায়ু কামনায় ঝাড়গ্রামের রবীন্দ্র পার্কের জাহের থানে পুজোর বিশাল আয়োজন করে আদিবাসী সম্প্রদায়।

বাহা মাঁঃ মড়ে তাদের এক বিশেষ পুজো। মূলত শান্তি, সৌহার্দ, সুস্থতা কামনায় গ্রামে গ্রামে এই পুজো করা হয়। বাহা মানে ফুল। এই পুজোয় নতুন ফুল ফল প্রকৃতি দেবতাকে সমর্পণ করা হয়। ঝাড়গ্রামের আদিবাসী মার্কেট কমিটি নিয়ম মেনে প্রতিবছর এই পুজোর আয়োজন করলেও এবার শুধু নিজেদের জন্য নয়, দেশের সমস্ত সেনা জওয়ানদের জন্যও বিশেষ পুজার ব্যবস্থা করেছে। প্রকৃতির পুজারি এই সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের ভগবান মারাংবুরুর কাছে পুজা নিবেদন করে দেশের সুরক্ষা এবং সেনা জওয়ানদের রক্ষার আবেদন জানিয়েছেন।

সকালে আদিবাসী মার্কেট থেকে পুজার উপাচার সামগ্রী নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে তারা রবীন্দ্রপার্কের জাহের থানে উপস্থিত হন। সেখানে শালগাছ, মাটির হাতি ঘোড়া সহ প্রকৃতি দেবতার পূজা করেন। পুজো উপলক্ষে ঢোল ধমসার তালে চলে নাচ গান।

নজরকাড়া নির্বাচনী প্রচার বাগানের শাসক দলের
বর্ধমানেও দেবাশিসের প্রচারে উপচে পড়া ভিড়

বিজয়া নাগ

কলকাতা হোক, হাওড়া হোক বা বর্ধমান। দেবাশিস দত্তের সমর্থনে সভা মানেই যেন উপচে পড়া ভিড়। রবিবার বর্ধমান মেরিনার্সের সভায় সচিব দেবাশিস দত্তকে দেখে উচ্ছ্বাসে আত্মহারা সকলে।রবিবার বিকেলে বর্ধমান পান্থশালায় বর্ধমান মেরিনার্সের পরিচালনায় আয়োজিত হয় সাধারণ সভার। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বাগান সচিব দেবাশিস দত্ত। পাশাপাশি উপস্থিত থাকতে দেখা যায় সোহিনী মিত্র চৌবে, প্রাক্তন দুই ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য ও সত্যজিত চ্যাটার্জি, অসিত চ্যাটার্জি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেদের। পাশাপাশি উপস্থিত

বর্ধমান মেরিনার্সের উদ্যোগে নির্বাচনী প্রচারে মধ্যমণি দেবাশিস দত্ত।

ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক ও চেয়ারম্যান ।এদিন সকাল থেকেই বর্ধমানের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছতে দেখা যায় সচিব দেবাশিস দত্তকে।সাফল্যের নিরিখে বিগত তিন বছর তাঁর হাত ধরেই একাধিক ট্রফি এসেছে বাগান শিবিরে। তাঁর সাফল্যে স্বভাবতই খুশি বাগান সমর্থকেরা। তবে নির্বাচনও প্রায় আসন্ন। জমে উঠেছে দত্ত ভার্সেস বোস যুদ্ধ। দুই শিবিরই মরিয়া লড়াই চালাচ্ছে। ধার ও ভারে দেবাশিস দত্ত এগিয়ে থাকলেও আবেগে কিন্তু এগিয়ে সৃঞ্জয়। এবার তার হয়ে আসরে নেমেছেন বাগানের পূজারী টুটু বসু।

লড়াই যে বেশ কঠিন সেটা সহজেই অনুমেয়। তবে এসবকে পাত্তা দিতে নারাজ দেবাশিস । বাগানের গুডবয়ের মুখে জয়ী হাওয়ার আত্মবিশ্বাস প্রবল।তিনি জানান বিগত তিন বছর ধরে আমি যা যা করেছি সকলেই দেখেছেন। তাই আমার দায়িত্ব তাদের ওপরেই আমি সঁপে দিয়েছি। এখন দেখার কোন দিকে পল্লা ভারী হয়।

মাঠের মানুষ বিশ্বরূপের উদ্যোগে সবুজায়ন

নিজের ওয়ার্ডে বৃক্ষরোপন করছেন পুরপিতা বিশ্বরূপ দে। সবুজায়নে ব্যস্ত ক্রীড়া ও উদ্যান বিভাগের মেয়র পারিষদ ও বিধায়ক দেবাশিস কুমার।

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিনি ক্রিকেট কর্তা। বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনেরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে। বিশ্বরূপ দে'র এর পাশাপাশি আরও একটা পরিচয় তিনি পুরপিতা। এই প্রচণ্ড দাবদাহে ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা বিশ্বরূপ দে'র ঐকান্তিক সহযোগিতায় সবুজ অভিযান হয়ে গেল। মাঠের মানুষ তিনি।সবুজ ঘাসের ঘ্রাণ তাঁর পছন্দের। রবিবাসরীয় সকালে তাঁর উদ্যোগে বিধায়ক ও মেয়র পারিষদ (ক্রীড়া) দেবাশিস কুমারের উপস্থিতিতে ৪৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন প্রান্তে এক হাজার চারা গাছ রোপণ করা হল। তাঁর এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানান উপস্থিত সকলে।

জুনিয়র নকআউট চ্যাম্পিয়ন সুবার্বান ক্লাব

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিএবি জুনিয়র নকআউট ওয়ান ডে চ্যাম্পিয়ন হল সুবার্বান ক্লাব। রবিবার যাদবপুর ক্যাম্পাসে এই ফাইনালে উপস্থিত ছিলেন ট্যুর ও ফিক্সচার কমিটির চেয়ারম্যান সঞ্জয় দাস, সিএবি পর্যবেক্ষক কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক, গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান মদন ঘোষ, বর্ষীয়ান সদস্য রবি মিত্র ড্রিস্টিক্ট কোচিং কমিটির চেয়ারম্যান আশিস চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলা ছিল। সুবার্বান প্রথমে ব্যাট করে ৪৯.৩ ওভারে ৩০১ রান করে। অলক শর্মা সর্বোচ্চ ৫৮। জবাবে ৪০.২ বল খেলে ১৯৩ রানে অলআউট হয়ে যায়।

সাড়ম্বরে শুরু সর্বভারতীয় স্কুল রেগাটা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার সাড়ম্বরে উদ্বোধন হয়ে গেল লেক ক্লাব কলকাতা অল ইন্ডিয়া আমন্ত্রণী স্কুল রেগাটা। উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। এই প্রতিযোগিতা চলবে ১৭ মে পর্যন্ত। উল্লেখযোগ্য বিষয়, এবারে ৫০ বছরে পা দিল এই প্রতিযোগিতা। পুরুষ ও মহিলা বিভাগে ৪২টি স্কুলের ৫০টির বেশি দল অংশ নিচ্ছে। প্রতিযোগীর সংখ্যা প্রায় ৩০০। শেষ দিন, অর্থাৎ ফাইনালে

সর্বভারতীয় স্কুল রেগাটার উদ্বোধন করছেন কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম পাশাপাশি জাতীয় রোয়ার শাকিল আহমেদের হাতে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড তুলে দিলেন তিনি।উপস্থিত ক্লাবের সভাপতি তমাল মুখোপাধ্যায় ও যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত দত্ত।

হাজির থাকার কথা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের।

দুই প্রতিভাবান খুদের পুরস্কার জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছোট থেকেই প্রতিভাবান। আইডিয়াল রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় নিজেদের প্রতিভা দেখাল দুই খুদে। পুরস্কার হাতে পরাজ ঘোষ, দেবরাজ ঘোষ। তাদের পিতা উদ্যোগপতি ও প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ সমীরণ ঘোষ জানান আমি নিজেও ক্রিকেট খেলতাম ।কলকাতার ফাস্ট ডিভিশন ক্লাব ক্রিকেট খেলেছি।ছোট থেকেই খেলা ওদের খুব প্রিয়।ভবিষ্যতে বাংলা থেকে সফল ক্রীড়াবিদ হিসেবে তারা উঠে আসুক এটাই চাই।

মোহনবাগানের আদলে পূর্ব বর্ধমানের নন্দী পরিবারে বাড়ি
বাগানের সাজে বাড়ি দেখে অভিভূত দেবাশিস দত্ত

বিজয়া নাগ

খেলা প্রিয় সত্য নারায়ণ নন্দী আর মোহনবাগান যেন সমর্থক শব্দ। প্রিয় ক্লাবের যখনই খেলা হয়েছে পরিবার সহ সেখানেই ছুটে গিয়েছেন তিনি। তাঁর স্ত্রী ও কন্যা তারাও বাগান ভক্ত। রবিবার তাঁর বাসস্থান চৌ গ্রামে বসল চাঁদের হাট। নিজের শখের বাড়িটি তিনি সবুজ মেরুনের আদলে সাজিয়ে তুলেছেন। বাড়িটির প্রবেশ দ্বার থেকে শুরু করে গোটা বাড়িটি সাজানো মোহনবাগানের সাফল্যের বিভিন্ন মুহূর্তে। এমনকি অমর একাদশের মূর্তিও বসানো হয়েছে এই বাড়িটিতে। যার উন্মোচন করেন সচিব দেবাশিস

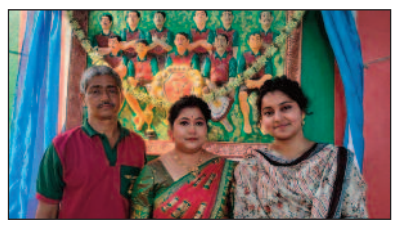

বাড়িতেই অমর একাদশের মূর্তির সামনে সত্য নারায়ণ নন্দী, মৌসুমী নন্দী ও কন্যা সৌমিলি নন্দী।

দত্ত। মোহনবাগানের আদলে বাড়ি দেখে নস্ট্যালজিক সবাই। দেবাশিস দত্ত ছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন সোহিনী মিত্র,অসিত চ্যাটার্জি, সত্যজিৎ চ্যাটার্জি, মানস ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। মোহনবাগানের সাফল্যের জন্য নিজের বাড়িটি এই ভাবে সাজিয়ে তুলেছে নন্দী পরিবার।এই সাফল্যে তিনি কৃতজ্ঞতা জানান সচিব দেবাশিস দত্তকে। এদিন সত্য নারায়ণ নন্দী জানান মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত যেভাবে মোহনবাগানের সাফল্য এই তিন বছরে এনে দিয়েছেন তাতে তিনি ও তাঁর পরিবার অত্যন্ত খুশি।সেই খুশিতেই তাদের এই আয়োজন। তাদের কাছে এদিনের এই আয়োজন গৃহ প্রবেশের চাইতে কোনো অংশে কম নয়। তাঁর সঙ্গে একই মত তাঁর স্ত্রী মৌসুমী নন্দী ও কন্যা সৌমিলি নন্দীর। এদিন

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত তিন

হায়দরাবাদ, ১১ মে: বাবার কেনা নতুন গাড়ি চালিয়ে বন্ধুদের নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন। আর বাড়ি ফেরা হল না দীপেশ আগরওয়ালের। তাঁর সঙ্গেই প্রাণ গেল দুই বন্ধুরও। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মালবাহী গাড়িতে গিয়ে ধাক্কা মারে দীপেশদের গাড়ি। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ধরে যায়। গাড়িতে আটকে থাকা অবস্থায় ঝলসে গেলেন তিনজন। এমনই ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে হায়দরাবাদের আউটার রিং রোডে।

পুলিশ সূত্রে খবর, হায়দরাবাদের বাহাদুরপুরা হাউসিং বোর্ড কলোনির বাসিন্দা রীতেশ আগরওয়াল সম্প্রতি একটি গাড়ি কেনেন। শুক্রবার রাত ১১টা নাগাদ নতুন গাড়ি নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যান তাঁর ছেলে দীপেশ (২৩)। বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথমে করওয়ান বিজয়নগর কলোনির বাসিন্দা সঞ্চয় মালপানি (২২)-এর সঙ্গে দেখা করেন। তারপর প্রগতি নগরের বাসিন্দা প্রিয়াংস মিত্তাল (২৩)-এর সঙ্গে দেখা হয় দু'জনের। এরপর আউটার রিং রোডে ধরে সামসাবাদ থেকে ঘাটকেশরের দিকে এগোতে থাকেন তাঁরা।

রাত ২টো নাগাদ গান্ডিচেরুভু ব্রিজের কাছে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা মালবাহী গাড়িতে ধাক্কা মারে তাঁদের গাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে দীপেশের গাড়ির সামনের অংশে আগুন ধরে যায়। নিমেষের মধ্যে গাড়ির বাকি অংশও চলে যায় ভয়াল আগুনের গ্রাসে। দৃশ্যটি নজরে পড়া মাত্রই দীপেশদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন মালবাহী গাড়ির চালক। গাড়ি দুটিকে আলাদা করার চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু কাজের কাজ হয়নি।

গাড়ি তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে। ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা চালাচ্ছেন তিন যুবক। এমন দৃশ্য দেখে আশপাশের অনেকেই তাঁদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। ততক্ষণে আগুন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। তাই কেউই খুব একটা সাহায্য করতে পারেননি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পুলিশ আসে। আগুন ততক্ষণে খানিকটা নিয়ন্ত্রণে। স্থানীয়দের সাহায্যে বহু কষ্টে গাড়ি থেকে বের করা হয় প্রিয়াংশকে। তখনও তাঁর দেহে প্রাণ ছিল। গুরুতর দগ্ধ অবস্থায় স্থানীয় এলবি নগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় তাঁকে। চিকিৎসা চলাকালীন সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। বাকি দুজনের মৃত্যু হয়েছে গাড়িতেই।

সীমান্তবর্তী বৈজ্ঞানিক কেন্দ্রে বাড়ছে নিরাপত্তা
শ্রীনগর ও লেহ-র আইএমডিতে বিশেষ সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ১১ মে: বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সীমান্তবর্তী বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা জোরদার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। শুক্রবার এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী (স্বতন্ত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত) ডঃ জিতেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, জম্মু-কাশ্মীর, পঞ্জাব, চণ্ডীগড়, রাজস্থান ও গুজরাটের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক কেন্দ্রগুলির নিরাপত্তা অবিলম্বে জোরদার করা হবে।

বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে জম্মু-র শ্রীনগর ও লেহ কেন্দ্রগুলিতে। ওইসব এলাকায় অবস্থিত IMD– CSIR– DBT ও ভূবিজ্ঞান মন্ত্রকের অন্তর্গত গবেষণা কেন্দ্রগুলিকে নিরাপত্তা প্রোটোকল পুনর্মূল্যায়ন, কর্মীদের জন্য 'ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস' নির্দেশিকা প্রস্তুত এবং জেলার প্রশাসনের সঙ্গে তৎপর সমন্বয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে জরুরি অবস্থায় কাজ করার SOP তৈরি করতে বলা হয়েছে। ডঃ সিং আরও জানান, কেন্দ্রগুলিতে আত্মরক্ষামূলক মহড়া, জরুরি পরিস্থিতির অনুশীলন এবং রক্তদান শিবির আয়োজন বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের জাতীয় স্থিতিশীলতার স্তম্ভ। তাদের প্রতিটি স্তরে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃসুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।'

ভারতের বিদেশ সচিবের এক্স অ্যাকাউন্ট লক

নয়াদিল্লি, ১১ মে: ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি তাঁর এক্স অ্যাকাউন্ট লক করেছেন। সম্প্রতি তাঁকে ঘিরে চলা অনলাইন আক্রমণ এবং তাঁর পরিবারের প্রতি কুরুচিকর মন্তব্যের জেরেই এই পদক্ষেপ বলে জানা গিয়েছে।

এই ঘটনা নিয়ে AIMIM সভাপতি আসাদুদ্দিন ওয়েইসি বলেন, 'বিক্রম মিশ্রি একজন সৎ, পরিশ্রমী এবং দেশনিষ্ঠ কূটনীতিক। সিদ্ধান্ত রাজনীতিক নেতৃত্বের, আমলাদের নয় ; এটা মনে রাখা জরুরি।' কংগ্রেসের কেরল শাখা এক বিবৃতিতে জানায়, 'হিমাংশী নারওয়ালের পর এখন টার্গেটে বিক্রম মিশ্রি। শুধু 'নো হেট, নো ভায়োলেন্স' বলার জন্য এক যুদ্ধ শহিদের স্ত্রীকে আক্রমণ করা হয়েছিল। এখন মিশ্রিকে দায়ী করা হচ্ছে, যেন যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত তিনি একাই নিয়েছেন। আসলে মোদির আইটি সেলের সৃষ্টি এখন তাঁরই বিরুদ্ধে যাচ্ছে।'

উল্লেখ্য, বিদেশ সচিব হিসেবে বিক্রম মিশ্রি 'অপারেশন সিঁদুর' চলাকালীন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় বক্তব্য রাখেন। মুম্বাই হামলার তদন্তে পাকিস্তানের

অসহযোগিতা এবং ভারতীয় গণতন্ত্রের শক্তি নিয়ে তাঁর মন্তব্য বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হয়েছে। মিশ্রি দিল্লির হিন্দু কলেজ ও জামশেদপুরের এক্সএলআরআই থেকে শিক্ষা লাভ করেন এবং আইএফএস-এ যোগদানের আগে বিজ্ঞাপনী দুনিয়ায় কর্মরত ছিলেন। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে তিনি বিদেশ সচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মোদি সরকারের যুদ্ধনীতি প্রশংসনীয়, তবে পাকিস্তানে সন্ত্রাস নির্মূল অসম্ভব চিদম্বরম

নিজস্ব প্রতিবেদন, ১১ মে: গত ৭ মে থেকে ভারত-পাকিস্তান সামরিক উত্তেজনার পর অবশেষে দুই দেশ যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়। এই যুদ্ধবিরতির ঘোষণা পর কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতা এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি চিদম্বরম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যুদ্ধনীতি প্রশংসা করেছেন। চিদম্বরম এক সংবাদমাধ্যমে খোলা চিঠিতে লেখেন, 'মোদি ২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সময় শান্তির পক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন, যা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়।'

তিনি আরও জানান, ৭ মে পাকিস্তানে সন্ত্রাসী লক্ষ্য করে

ভারতের হামলা ছিল ন্যায় বিচার, তবে পাকিস্তান পালটা ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালায়, যার জবাব দিয়েছে ভারত। তবে একইসঙ্গে চিদম্বরম বলেন, 'পাকিস্তানে সন্ত্রাস নির্মূল করা সম্ভব নয় যতদিন না পাক সেনা ও আইএসআই সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহিত করবে।'

চিদম্বরম যুদ্ধবিরতি প্রসঙ্গে বলেন, তবল এখন পাকিস্তানের কোর্টে। পাকিস্তান যদি উত্তেজনা বাড়ায়, তারা আন্তর্জাতিকভাবে নিন্দিত হবে। তবে পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'শাহবাজ শরিফের দুর্বল সরকার সেনাবাহিনী ও আইএসআইয়ের পুতুল।'

চলন্ত গাড়িতে গণধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেপ্তার তিন
ফের যোগীরাজ্য

লখনউ, ১১ মে: চাকরির টোপ দিয়ে দুই তরুণীকে গাড়িতে নিয়ে রওনা। মাঝ রাস্তায় আচমকাই এক তরুণীকে চলন্ত গাড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় তিন যুবক। চলন্ত গাড়ি থেকে পড়েই মৃত্যু হয় তাঁর। আরেকজনকে গাড়ির মধ্যে গণধর্ষণ করে অভিযুক্তরা। অবশেষে শ্রীঘরে তিনজনেই।

জানা গিয়েছে, গত মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশে। পুলিশকে নির্যাতিতা তরুণী জানিয়েছেন, চাকরির টোপ দিয়ে গ্রেটার নয়ডা থেকে তাঁদের গাড়িতে তুলে লখনউয়ে নামিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তিন যুবক। গাড়িতে রওনা হতেই মদ্যপান শুরু করে অভিযুক্তরা। যা ঘিরে প্রতিবাদ করেন দুই তরুণী। যার জেরে দু'পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়।

মিরাটে পৌঁছতেই নির্যাতিতা তরুণীর বান্ধবীকে চলন্ত গাড়ি থেকে তিনজনে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। গুরুতর আহত অবস্থায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই তরুণীর। এরপর চলন্ত গাড়িতে ওই তরুণীকে গণধর্ষণ করে তারা। কোনও মতে বুলন্দশহরের খুর্জা এলাকায় গাড়ি থেকে নেমে পালিয়ে যান নির্যাতিতা। এই এলাকাটি মিরাট থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সেখানেই থানায় পৌঁছে পুলিশকে নির্যাতনের বিষয়টি জানান তরুণী।

তল্লাশি অভিযান শুরু করেই আলিগড়-বুলান্দশহর হাইওয়েতে তিন অভিযুক্তের গাড়ি আটকায় পুলিশ। একজনকে সেখান থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাকি দু'জন পালানোর চেষ্টা করলে, এনকাউন্টার করে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত জারি রেখেছে পুলিশ।

পাকিস্তান নিজেই নিজের মুখোশ খুলল, পুলওয়ামা হামলার দায় স্বীকার বায়ুসেনা

ইসলামাবাদ, ১১ মে: ২০১৯ সালের পুলওয়ামা হামলায় পাকিস্তানের জড়িত থাকার কথা এবার কার্যত স্বীকার করল সে দেশের বায়ুসেনা। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তান এয়ার ভাইস মার্শাল ঔরঙ্গজেব আহমেদ বলেন, 'পুলওয়ামায় আমাদের কৌশলগত দক্ষতা দিয়ে আমরা তাদের কিছু বোঝাতে চেয়েছিলাম...';এই বক্তব্যে স্পষ্ট, ভারতীয় আধাসামরিক জওয়ানদের হত্যায় তাদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল।

২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ের বৈসরন উপত্যকায় নিরীহ হিন্দু পর্যটকদের লক্ষ্য করে জঙ্গি হামলাও পাকিস্তানের মদতেই হয়েছে, এমনটাই মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল। সেই ঘটনার পর থেকেই চরমে উঠেছিল ভারত-পাক উত্তেজনা। প্রধানমন্ত্রী মোদির অনুমোদনে 'অপারেশন সিঁদুর'

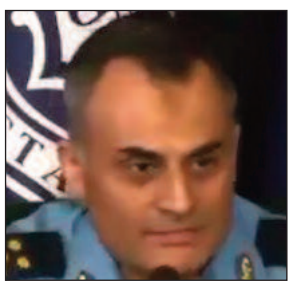

চালিয়ে ভারত গুঁড়িয়ে দেয় পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯টি জঙ্গিঘাঁটি।

পাকিস্তান পালটা হামলার ছলে একের পর এক ড্রোন পাঠালেও ভারতীয় সেনা সব কটি নামিয়ে দেয়। সীমান্তে শেল-ছোঁড়ার জবাবও পায় পাকিস্তান। অবশেষে গতকাল দুই দেশ সংঘর্ষবিরতির ঘোষণা করে। তবে এরপরও সীমান্ত লঙ্ঘনের চেষ্টা চালায় পাকিস্তান, যার কড়া জবাবও পেয়েছে।

পাকিস্তানি কর্মকর্তা সংক্রান্ত গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ধৃত ২

চণ্ডীগড়, ১১ মে: মালেরকোটলা পুলিশ দু'টি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে, যাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান হাইকমিশনে কর্মরত একটি পাকিস্তানি কর্মকর্তার সঙ্গে ভারতের সেনা সম্পর্কিত গোপন তথ্য পাচারের অভিযোগ রয়েছে।

গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে প্রথমে একজনকে আটক করা হয়, যিনি পাকিস্তানে বসবাসকারী একটি হ্যান্ডলারের কাছে সেনা সংক্রান্ত তথ্য ফাঁস করছিলেন। পরে, তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পর, এক আরও সন্দেহভাজনকে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, আসামিরা গোপন তথ্যের বিনিময়ে অনলাইনে অর্থ পেতেন এবং হ্যান্ডলারের নির্দেশে স্থানীয় অপারেটিভদের মধ্যে তহবিল স্থানান্তরের কাজে যুক্ত ছিলেন। তাদের কাছ থেকে দুইটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে এবং এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এই অভিযানটি দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় একটি বড় পদক্ষেপ এবং গুপ্তচরবৃত্তি কার্যক্রম নষ্ট করার জন্য অপরিহার্য ভূমিকা রাখবে। পুলিশ জানিয়েছে, আরও তদন্ত হবে, যেখানে আর্থিক লেনদেন ও নেটওয়ার্কের অন্যান্য সদস্যদের চিহ্নিত করার দিকে মনোযোগ দেওয়া হবে। পঞ্জাব পুলিশ দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

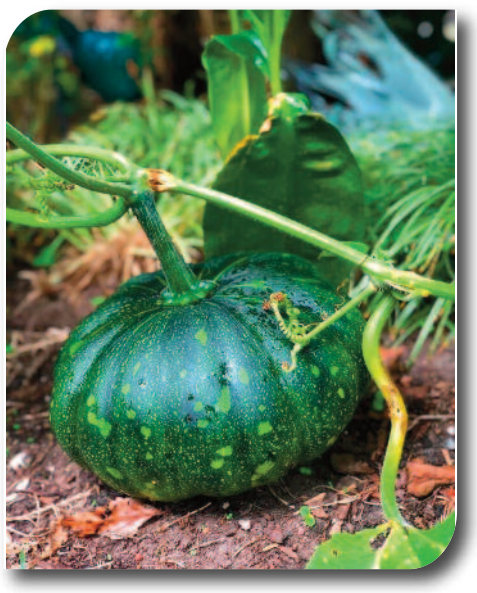

আরোগ্য

সোমবার • ১২ মে ২০২৫ • পেজ ৮

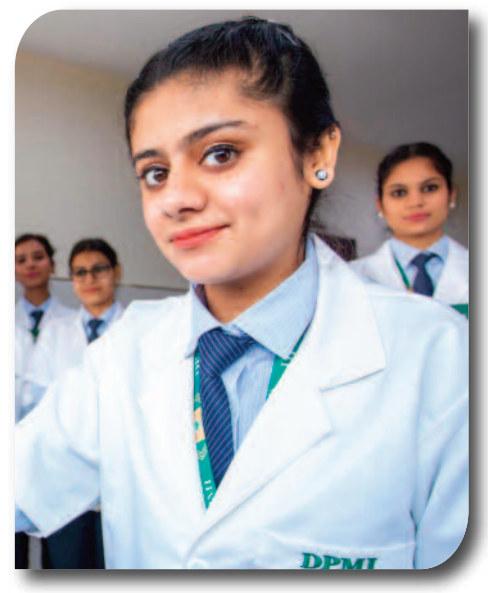

ক্যান্সার দমনে বনস্পতির চমক

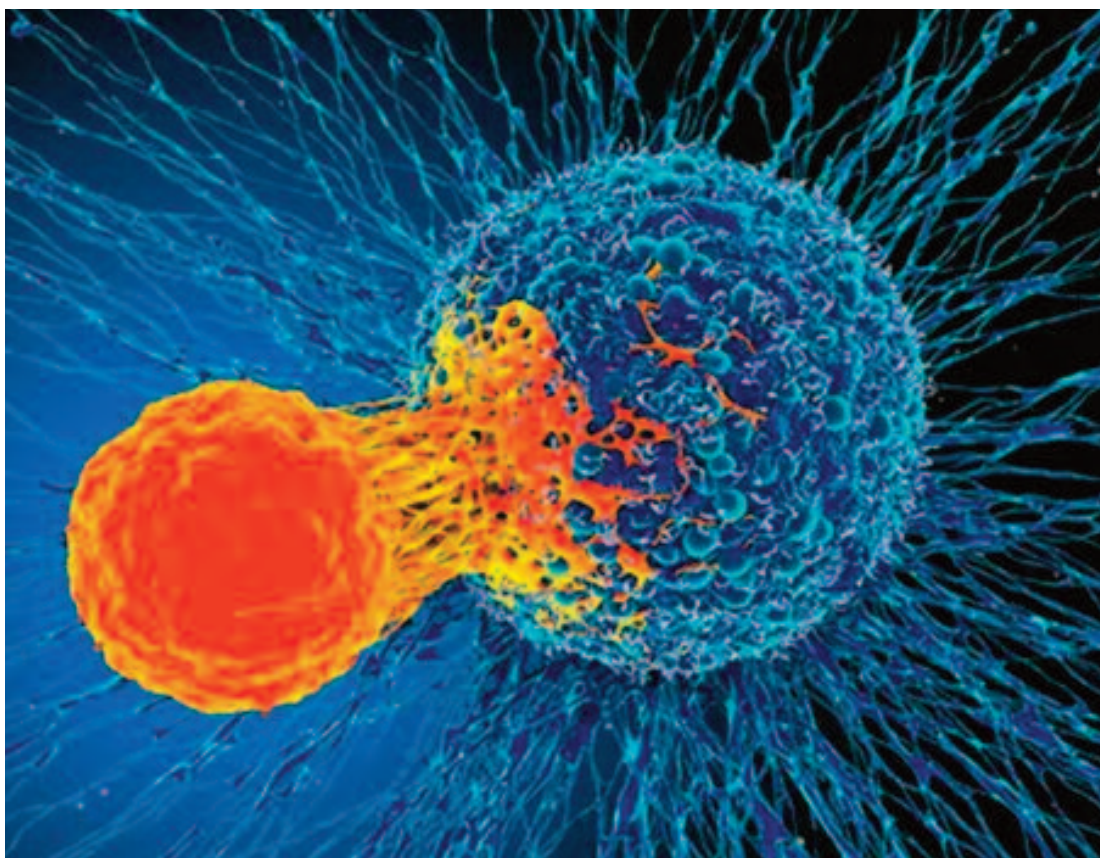

ডাঃ শামসুল হক

আজকের দিনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই বিশাল অগ্রগতির যুগে ক্যান্সারের মতো মারাত্মক এক ব্যাধির চিকিৎসা হচ্ছে অত্যন্ত আধুনিক পদ্ধতিতেই । আর এই রোগে আক্রান্ত হন যে সমস্ত মানুষ তাঁদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নির্ভর করে সেই রোগের গতি প্রকৃতির উপর নির্ভর করেই । এর সঙ্গে অবশ্য ভরসা রাখা হয় আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা পদ্ধতি , তাঁর মনের জোর সহ আরও কিছু বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই।

পুরুষরা সাধারণত ফুসফুস, প্রোস্টেড, কোলেরেক্টাল, লিভার , কোলনের ক্যান্সারেই আক্রান্ত আক্রান্ত হন বেশি । আর মহিলাদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায় স্তন, জরায়ু এবং চামড়ার ক্যান্সারে আক্রান্ত হ ওয়ার সম্ভাবনাই । তবে লিভার, কোলন অথবা ফুসফুসের ক্যান্সার ও তাঁদের যে আক্রমণ করে না তা কিন্তু মোটেও নয়। আর শিশুদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই আবার দেখা যায় লিম্ফোব্লাষ্টিক লিউকোমিয়া কিংবা মস্তিষ্কের ক্যানসারেই তারা আক্রান্ত হচ্ছে একটু বেশি পরিমাণেই । আর একজন মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হলে রোগীদের চিকিৎসার কাজ চলে সার্জারির পর কেমোথেরাপি, রেডিয়েশন থেরাপি ইত্যাদির মাধ্যমে । তার সঙ্গে চলে বিভিন্ন ওষুধপত্র ও । আর সেইভাবে চিকিৎসার কাজ চালিয়ে যাওয়াটা ভীষণ ব্যয়বহুল ও। কিন্তু তবুও আক্রান্ত ব্যক্তি এবং তাঁর পরিবারের লোকজনরা সবকিছুই মেনে নিতে বাধ্য হন শুধু রোগ থেকে মুক্তি লাভের ই আশায়।

বর্তমানে ভেষজ থেরাপির মাধ্যমে আয়ুর্বেদ চিকিৎসকরা এই চিকিৎসার কাজ চালানোর ব্যাপারে অনেক চিন্তাভাবনাও শুরু করে দিয়েছেন । দীর্ঘদিন ধরে গবেষণাকর্ম চালাবার পর তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে, প্রকৃতির বুকে বিরাজমান এমন অনেক সবুজ বনস্পতির সন্ধান মিলেছে যাদের বিভিন্ন অংশের নির্যাস অতি সহজেই দমন করতে পারে ক্যানসারের মতো ভয়াবহ রোগকেও । তারা যেমন রোধ করে টিউমারের বাড়বৃদ্ধিকে, ঠিক তেমনই সীমায়িত করে মেটাস্ট্যাটিসকেও ।

তাই ক্যানসারের বাড়বাড়ন্তকে দমন করার জন্য যে সমস্ত গাছগাছালির কথা মনে পড়ে তার মধ্যে সবার আগে মনে পড়ে সবুজ চা এর কথাই। ১৯৯৪ সালে journal of the national cancer institute থেকে প্রকাশিত একটা নিবন্ধ থেকে জানা গেছে যে, সবুজ চা অর্থাৎ গ্রীন টির সাহায্যে যাট শতাংশ ক্যানসার রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এই চায়ের মধ্যেই দ্রবীভূত অবস্থায় থাকা epigallocalechi allate সহ এমনই আরও অনেক অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আছে যারা কোনরকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই মানুষের

দেহের মধ্যে বিস্তার করা ক্যানসার কোষের প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট করে দিতে পারে। শুধু তাই নয়, সবুজ চা মানুষের দেহের মধ্যে জন্ম নেওয়া ক্ষতিকারক টিউমারের বৃদ্ধি রোধ করে অতি বেগুনি U .V .B বিকিরণ দ্বারা এই ভয়ঙ্কর ক্ষতির হাত থেকে মানুষকে রক্ষাও করে। তা ছাড়াও ওভারিয়ান ক্যান্সার সহ স্তন ক্যান্সার, চামড়া, প্রস্টেড, ফুসফুস ইত্যাদি স্থানের ক্যান্সার প্রতিরোধের জন্য ও এই চা খুবই উপযোগী।

এই ব্যাপারে আছে রসুনের ও বিশাল ভূমিকা। এর বিজ্ঞান সম্মত নামটা হল অ্যালাম স্যাটিভাম। এর মধ্যে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে এমনই একটা যৌগ পদার্থ , যা অ্যালাইল সালফার নামেই পরিচিত বিজ্ঞান মহলে এবং সেটা কোলন ক্যান্সার সহ প্রস্টেড, পাকস্থলী এবং লিভার ক্যান্সারের জন্য খুবই উপকারী । বিজ্ঞানীদের দীর্ঘ গবেষণার ফলাফল হিসেবে জানা গেছে যে , এই রসুনের মধ্যে রয়েছে এমন ই এক ধরণের ল্যাকটিন যা দেহের মধ্যে জন্ম নেওয়া টিউমারের বাড়বৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করে এবং মানুষকে রক্ষা করে ক্যানসারের কবল থেকেও।

ক্যানসার প্রতিরোধের জন্য অন্য আর এক গাছের নাম নয়নতারা। এই গাছের বিজ্ঞান সম্মত নামটা হল ক্যাথারেনথাস বেজিয়াম। ছোট্ট এই গাছের বিভিন্ন অংশের মধ্যে থাকে এমনই মূল্যবান বেশ কয়েকটি উপক্ষার , যারা অ্যান্টি নিওপ্লাষ্টিক হিসেবে কাজ করে এবং মানুষকে মারাত্মক লিউকোমিয়া রোগের হাত থেকে রক্ষা করে। এই গাছের পাতা থেকে তৈরি করা হয় ক্যানসারের ঔষধ ভিনক্রিষ্টিনও।

ক্যান্সার থেকে মুক্তি পাওয়ার আর একটা মূল্যবান বনস্পতির নাম মঞ্জিষ্টা। রুবিয়া কার্ডিফোলিয়া, এটাই হল তার বিজ্ঞান সম্মত নাম। মহিলাদের জরায়ু এবং ডিম্বাশয়ের ক্যানসার প্রতিরোধের জন্য মঞ্জিষ্টার গুণ সত্যিই অপরিসীম । এর মধ্যে আবার কিন্তু আছে কোষ বিভাজনকে হ্রাস করার ক্ষমতাও। কুমড়োর বীজের মধ্যেও আছে ক্যানসার প্রতিরোধের বিশেষ ক্ষমতা। এর ফাইটোস্টেরলের প্রভাবেই মানব দেহে ক্যানসারের সমস্যা দূরীভূত হয় এবং মানুষ ও থাকতে পারেন অতি নিশ্চিন্তেই। তাই প্রতিদিন পাঁচ ছটি কুমড়োর বীজ খেলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। নিশ্চিন্তে থাকা যায় প্রষ্টেডের হরেক ধরণের সমস্যা থেকেও।

ভারতীয় বনস্পতির সাম্রাজ্যে আছে এমনই আরও অনেক গাছগাছালির সন্ধান নিয়মিতভাবে যাদের ব্যবহারে মিলতে পারে ক্যানসার থেকে মুক্তির সহজ উপায়ও। অশ্বগন্ধা , শতমূলী, ঘৃতকুমারী, সয়াবিন ইত্যাদি গাছ ই দেখাতে পারে এই রোগ থেকে মুক্তি লাভের সহজ উপায়ও।

> কুমড়োর বীজের মধ্যেও আছে ক্যানসার প্রতিরোধের বিশেষ ক্ষমতা। এর ফাইটোস্টেরলের প্রভাবেই মানব দেহে ক্যানসারের সমস্যা দূরীভূত হয় এবং মানুষ ও থাকতে পারেন অতি নিশ্চিন্তেই। তাই প্রতিদিন পাঁচ ছটি কুমড়োর বীজ খেলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। নিশ্চিন্তে থাকা যায় প্রষ্টেডের হরেক ধরণের সমস্যা থেকেও।

স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের কথা এবারে প্রাধান্য দেওয়া হোক

শুভজিৎ বসাক

কিছুমাস আগে রাজ্যের এক সরকারি হাসপাতালে নিরাপত্তার গাফিলতিতে নির্মমভাবে মহিলা চিকিৎসক হত্যার ঘটনার জেরে রাজ্য সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে নির্দিষ্টভাবে কর্মরত মহিলা চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী অর্থাৎ নার্সদের নিরাপত্তায় 'রাত্তিরের সাথী' নামক বিশেষ প্রকল্প চালু করে রাজ্য সরকার। সেখানে নির্দিষ্ট আছে যে কর্মরত মহিলাদের জন্য আলাদা বিশ্রামকক্ষের ব্যবস্থা করা হবে যেখানে সেফজোন তৈরি করে সিসিটিভি দিয়ে তা মুড়ে ফেলা হবে। স্থানীয় থানা কিংবা পুলিশ কন্ট্রোলরুমের সঙ্গে বিশেষ মোবাইল ফোন অ্যাপের ব্যবস্থা করা হবে যা সমস্ত কর্মরত মহিলার ফোনে ওই অ্যাপ ডাউনলোড করা বাধ্যতামূলক করা হবে। যে কোনও আপদকালীন বা প্যানিক সিচুয়েশন হলে হেল্পলাইন নম্বর ১০০ বা ১১২ ব্যবহার করতে হবে। এবং সবচেয়ে উল্লেখ্য তাতে সরকারি হাসপাতালে যথাসম্ভব মহিলাদের রাতের ডিউটি থেকে অব্যাহতি দেওয়ার বিষয়টিও প্রাধান্য পেয়েছে। নিরাপত্তার এই দিকটি সর্বোচ্চ আদালতও গুরুত্ব দিয়েছে।

এখানেই আক্ষেপের সাথে জানাতে হয় যে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সবাই চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে শুধু নার্সদেরই চিনে থাকেন। কারণ তাঁদের নির্দিষ্ট কাউন্সিল বা সনদ থাকার দরুন তাঁদের কথা মান্যতা পায় এবং যা চিরকালীন হিসাবেই চলে আসছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নামক আরেকটি সুবৃহৎ পরিসরে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে নিয়োগ হয় যারা হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার, ক্রিটিক্যাল কেয়ার, পারফিউশন, ডায়ালাইসিস, ল্যাবরেটরি সহ সমস্ত বিভাগে কর্মরত এবং তাঁরা আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে ব্যবহৃত সমস্ত প্রযুক্তিগত ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকায় তাঁদের দক্ষতার নিরিখে আধুনিক চিকিৎসা পরিসর সফলতার মুখ দেখছে অর্থাৎ সমগ্র স্বাস্থ্য পরিসরে এঁরা সমান গুরুত্বের দাবিদার- যা একদমই অদেখা হয়ে থাকে। বলাইবাহুল্য, স্বাস্থ্য পরিসরে নার্সরা যে যোগ্যতাবলে পরিষেবায় নিয়োজিত হন স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে এই পরিষেবায় মেডিকেল টেকনোলজিস্টও একই শ্রেণীতে স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োজিত হন। এই পরিসরে এখন বিপুল সংখ্যক মহিলারা কাজে নিয়োজিত হন। তাঁদের নির্দিষ্ট সনদ না থাকায় এখনও অবধি নিয়োগ হলেও মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের নির্দিষ্টভাবে বিশ্রামকক্ষ, টয়লেট কিছুই নেই। যদিও বা কোথাও তাঁদের জন্য ঘরের বন্দোবস্ত করা হয়েছে সেটাও বিভিন্ন কারণে অসুরক্ষিত এবং বাসযোগ্য নয়। এই দৃশ্য দেশ ও রাজ্যস্তরে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে দেখা যায়। আক্ষেপের বিষয় হল রাজ্যে ও সুপ্রিম কোর্টে নিরাপত্তার নিরিখে যে নির্দেশিকা পালনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে শুধুই চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে নার্সদের কথাই উল্লিখিত হচ্ছে সেখানে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের কথা উল্লিখিত হচ্ছে না অথচ নিরাপত্তার প্রয়োজন তাঁদেরও রয়েছে। সংশ্লিষ্ট ঘর না থাকলে রাজ্য সরকার প্রণোদিত যে 'রাত্তিরের সাথী' প্রকল্প চালু করার কথা বলা হয়েছে তার সুবিধা থেকেও এই মহিলা টেকনোলজিস্টরা ব্রাত্য থেকে যাবেন। একইসাথে বলতে হয় একটি সুস্থ স্বাস্থ্য পরিষেবা দলগত প্রয়োগভিত্তিতে গড়ে ওঠে, সেখানে মহিলাদের রাতের ডিউটি কমিয়ে দেওয়ার ভিত্তি হল অন্য পুরুষ স্বাস্থ্যকর্মীর ওপরে বাড়তি চাপ এসে বর্তাবে বা যেখানে পুরুষ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োজিত নেই সেখানে রাতের পরিষেবা শূন্য অবস্থায় থেকে যাবে। বলাইবাহুল্য স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সময় বেঁধে কাজ করা অসম্ভব কারণ যেকোনও মুহূর্তে রোগী সংকটাপন্ন হয়ে যেতেই পারে, দলগত কাজে লিঙ্গভিত্তিক পর্যালোচনাকে সরিয়ে দিয়ে নিরাপত্তাকে আরও বলিষ্ঠ করে তোলা প্রয়োজনীয়। তাই স্বাস্থ্য পরিসরের গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে বাকিদের মত মেডিকেল টেকনোলজিস্ট বিভাগেরও নিরাপত্তা সহ সার্বিক উন্নতি সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় সনদ বা প্যারামেডিকেল কাউন্সিল গঠন ভীষণ জরুরী হয়ে পড়েছে যেখানে স্বাস্থ্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হয়ে উঠবে।